তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ও ত্রিতীর্থ

চলমান স্রোতের গতি পরিবর্তনের মতো বাংলা সাহিত্যেরও গতি পরিবর্তন হয়। বাংলা সাহিত্যের কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্পের যেমন গতি পরিবর্তনের ঐতিহাসিক মুহুর্ত আছে তেমনি রয়েছে বাংলা নাট্য সাহিত্যেরও। চার এর দশকের সূচনায় গঠিত হয়েছিল 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৪২)। উক্ত সংস্থার একটি শাখা 'ভারতীয় গণনাট্যসংঘ' (১৯৪৪)। 'গণনাট্য সংঘ' ক্রমশ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রচারকেই একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করায় নাটকের শিল্পোৎকর্ষ বা নাটকের বহুমুখী সম্ভাবনা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। নবনাট্য আন্দোলনের নাট্যকর্মীরা তা মানতে পারলেন না ফলে বেশ কিছু অভিনেতা ও অভিনেত্রী, নাট্যকর্মী, নাটককার গণনাট্যের প্রচার মুখী অভিনয় থেকে সরে এসে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুললেন- এই নাট্যগোষ্ঠী গুলিই হল 'গ্রুপ থিয়েটার'। গ্রুপ থিয়েটার গুলি নাট্য আন্দোলনে জোয়ার আনল। যে নাটকে সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবন গঠনের প্রয়াস আছে সেই নাটক গ্রুপ থিয়েটার জনগণের সামনে পরিবেশন করতে থাকল এই নাটক গুলি অবশ্যই শিল্প গুণান্বিত হতে থাকল। নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, মঞ্চসজ্জা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে নতুনত্ব নিয়ে এসে মানুষের আচার আচরণের সঙ্গে অভিনয়কে একত্র করে দিয়েছিল। নাটকে সকল অভিনেতাই (প্রধান, টাইপ) মর্যাদা পেতে থাকল। নাট্য সংস্থার সকল সদস্যের সহমতেই নাটক পরিবেশিত হতে থাকল। 'বহুরূপী', 'ক্যালকাটা', 'নাট্যচক্র', 'লিটল থিয়েটার' প্রভৃতি সংস্থা গ্রুপ থিয়েটারের উদ্দেশ্য পালন করছিল। নবনাট্য আন্দোলনের জোয়ার বালুরঘাটে আসতে মোটেও বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি। নবনাট্য আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান, সেই উদ্দেশ্য পালন করেছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 'তরুণতীর্থ'(১৯৫২-১৯৫৩) এর মাধ্যমে। নাটক নির্বাচন, নাট্য পরিচালনা, নাট্য ভাবনার অভিনবত্ব এনেছিলেন তিনি। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যকে আরও বেশী প্রাণবন্ত করার জন্য বালুরঘাটে বেশ কিছু নাট্যামোদী ব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) নাট্য সংস্থা। নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যভাবনা, তাঁর নাটকের বিষয় বস্তু, শৈল্পিক দিক, উপস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুপরিকল্পনা 'ত্রিতীর্থ'কে পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারে স্থান করে দিয়েছে।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ছিল। বিভাগোত্তর পশ্চিম দিনাজপুরে বালুরঘাট শহরে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' সেই দায়িত্ব প্রথমে একাই বহন করেছে। পরে ছয়ের

দশকে 'তরুণতীর্থ' এবং 'ত্রিশূল' নাট্যসংস্থা নাটক অভিনয়ে তাদের নিষ্ঠা ও দক্ষতার প্রমাণ দেয়। ১৯৬৯ সালের মে - জুন মাস নাগাদ 'তরুণতীর্থ' ও 'ত্রিশূল' আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে যে বালুরঘাটে একটা সুসংহত নাট্যদল গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তরুণতীর্থ, ত্রিশূল এবং বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের কিছু সদস্য বালুরঘাট টাউন ক্লাব ঘরে আলোচনায় বসেন। আলোচনার ভিত্তিতেই তরুণতীর্থের সম্পাদক নির্মলেন্দু তালুকদার এবং পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, ত্রিশূল নাট্যসংস্থার অবিনাশ দত্ত, সত্যরঞ্জন তালুকদার (গবা), কানাই দত্ত এবং কিছু নাট্যামোদীর প্রয়াসে প্রভাস সমাজদার ও শ্রীমতী পুষ্প সমাজদারের (উভয়ই নাট্যমন্দিরের সদস্য) বাড়িতে ১৯৬৯ সালের ২৬শে আগষ্ট সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় মিলিত হন। এই দিনই নতুন নাট্যসংস্থা রূপে 'ত্রিতীর্থে'র জন্ম হয়। ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা, ''নাট্যমন্দির ছেড়ে দিলাম। নাট্যমন্দির ছেড়ে দেওয়ার পরে তখন আমরা তরুণতীর্থের তরফ থেকে 'রজনীগন্ধা' নাটকটি করছিলাম সেটা নিয়ে একটা গোলমাল ওদের সঙ্গে হচ্ছিল, গোলমাল মানে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। তরপর তখন থেকে মনে হয়েছিল, যেমন ত্রিশূল একটা প্রতিষ্ঠান তারা নাটক করছে কিন্তু তারা কেউ, 'তরুণতীর্থ' বা 'নাট্যমন্দির' কোনো দলই সক্ষম নয় বড় কাজ করার মত। অত ভালো অভিনেতা নেই কোনো দলে, সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। So the idea came - যদি সবাই মিলে অলার্গামেন্ট করা যায় তাহলে একটা বড় কিছু করা যায়। এই বিষয়ে একটা আলোচনা হয়। জ্যোতিরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুদা বলতাম আমরা, ... বলল যে ঠিক আছে Convention ডাকা হোক। সে Convention টা হয়েছিল টাউন ক্লাবে প্রথম। Between এই যে একটা অংশ যারা পছন্দ করছিলেন R.S.P. এর খবরদারী তারাও নাট্যমন্দির থেকে বেড়িয়ে আসে .... তাদের মধ্যে অনেক ভালো অভিনেতা ছিলেন অনেকেই। আমরা তো বটেই, আমি এবং আমার দল, ত্রিশূলেরও অনেকে বেড়িয়ে আসে। ফলে এই তিনটির Combination করে একটা Convention হল বালুরঘাট টাউন ক্লাবে সেই Convention-এ আলোচনা হল এটা (নতুন নাট্যদল) করা যায় কিনা। সবাই মত দিল হ্যাঁ করা যায়। .... সকলে যদি নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে Next will sit, এ বারে Second setting টা হল প্রভাস সমাজদারের বাড়িতে। .... তখন ঠিক হল যে একটা দল করা যেতে পারে এবং দলের নাম কি হবে - নানান রকম আলোচনা করে 'ত্রিতীর্থ' নাম দিয়ে ১৯৬৯ সালে প্রথম 'ত্রিতীর্থ' হল। .... নাট্যমন্দিরে একদম শেষ দিকে যখন বুঝতে পারছিলাম নাট্যমন্দিরের অনেকে আমার এ খবরদারী পছন্দ করছে না। .... এই সময় 'পুতুলখেলা' বলে যে নাটকটা ইবসেনের 'ডলস হাউস' সেটা নাট্যমন্দির আমাকে বাদ দিয়ে মানে আমাকে ডিরেক্টর না করে পার্থবাবুকে (পার্থপ্রতীম বক্সী) ডিরেক্টর ক'রে আমারই এক বন্ধু পত্নী যিনি আমার সঙ্গে 'রজনী গন্ধ্যা'য় অভিনয় করেছিলেন .... তাঁকে ওরা Request করে এবং আমাকে একটা পার্ট দেয় ওরা, আমি যায়নি। এবং কিছুদিনপর পার্থ বাবু বুঝতে পারলেন যে, ওকে (বীথি) দিয়ে হবে না এ পার্ট। তো It was stoped.......... এই বারে আমার একটা জেদ চেপে গেল কারণ বীথি নামে যে মেয়েটি আমার বন্ধু পত্নী, ওকে আমি নিজে তৈরী করেছি, ও পারবেনা বলে আমার মনে হয় না। So we started with 'Putul Khela' again to proved she can do and Parthada was wrong। এবং

আলটিমেটলি সেটা প্রুভড হল। দর্শক ভীষণ ভালো বললো।''[১] এই 'পুতুল খেলা'ই হল ত্রিতীর্থের প্রথম নাটক। 'পুতুল খেলা' " এক রাত্রি অভিনয়ের পর তিন রাত্রি বুকিং হল। একটা বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। পরে (নাট্যমন্দিরে) জল টল ঢুকে যাওয়ার পর আর দ্বিতীয় রাত্রি অভিনয় হল না। তাহলে আমাদের অন্য Date দিন। ঐ দিন যেহেতু করা গেল না। ভয়ঙ্কর অবস্থা তারপর আমাদের কিছুতে Date দিল না। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে নাট্যমন্দির আর আমাদের Date দেবে না, সহযোগিতা করবে না। Then বিশুদা মানে ড: ধীরেন ঘোষ যাঁদের জায়গা ওটা, বললেন যে, "ধুর ওগুলো বাদ দাও হে মুক্তাঙ্গন শুরু করো" - এই মুক্তাঙ্গন তৈরীর চেষ্টা শুরু হল। আমরা কয়েকজন বোধহয় অরিজিনাল ফাউন্ডার মেম্বার প্রায় ২০/ ২২ জন প্রত্যেকে বোধহয় ১৫০ টাকা করে দিয়ে, তখনকার দিনে ১৫০ টাকা প্রত্যেকে একই সঙ্গে দিতে পারল না।''[২] এই ভাবে বাঁশ তাবু জোগার করে তৈরী হল ত্রিতীর্থের কাঁচা মঞ্চ, উপরে তাবু, চার পাশে মূলি বাঁশের বেড়া।

ভাঙ্গা গড়ার খেলার মধ্য দিয়ে মানুষ নতুন কিছু পেয়ে থাকে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ১৯৬৮ সালে নাট্যমন্দিরের যোগ দিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কতকগুলি নাটকের ('অমৃতস্য: পুত্রা', 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'কেয়াকঞ্জু' প্রভৃতি) পরিচালনা করলেন কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হল নাট্যমন্দিরের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। মতাদর্শগত কারণে তিনি নাট্যমন্দির ত্যাগ করলেন। বিরোধ ছিল মূলত উৎকৃষ্ট শিল্পের জন্য আর্দশ শিল্পির বিরোধ। যখন তিনি কলকাতায় থাকতেন তখন তিনি প্রায় সমস্ত সংস্থার নাটক দেখতেন। তৃপ্তিমিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষ, সাবিত্রী মিত্র, ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার, জহর গাঙ্গুলী, বসন্ত চৌধুরী, মলিনা দেবী, বিকাশ রায় প্রমুখের অভিনয় দেখেছেন। এঁদের অভিনয় দেখে এবং এঁদের সহচর্যে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন নাটক কেমন ভাবে অভিনয় করা দরকার, যুগের প্রয়োজনে নাটকের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু কেমন হওয়া দরকার। বালুরঘাটে পাঁচের দশক নাটক মঞ্চায়নে দর্শক চক্ষুর অন্তরালে প্রম্পটারের ভূমিকা ছিল। অভিনেতা, অভিনেত্রীদের স্বর প্রক্ষপণেও প্রম্পটারের ভূমিকা ছিল অনেক খানি। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যমন্দিরের যোগ দেওয়ার আগে ও কিছু পরে কেবল মাত্র বাংলা নাটকেরই অভিনয় হত। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বিদেশি নাটক (বাংলা নাট্যরূপ) অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেন। বিদেশি নাটক গুলি বাংলায় রূপান্তর ও অভিনয়ের মধ্যেও তো রয়েছে শিল্পের স্পর্শ। ছয়ের দশক থেকে দর্শক কুলের চাহিদার ও পরিবর্তন হয়। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও নৃত্যনাটকের মধ্যে জড়িয়ে থাকার দিনও শেষ হয়। এমতাবস্থায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায় গড়ে তোলেন 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থা। ১৯৬৯ সালের ২৭সে সেপ্টেম্বর বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে ইবসেনের 'ডলস্ হাউস্' অবলম্বনে শম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা' ত্রিতীর্থের প্রথম প্রযোজনা।

জন্মলগ্ন থেকে কয়েক বছর ‘ত্রিতীর্থ’ পরিচালন ব্যবস্থায় কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি। প্রথম তিন বছর ‘ত্রিতীর্থ’ পরিচালিত হত অমিতাভ সেনগুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মলেন্দু তালুকদারের দ্বারা। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ২৪ জন। ত্রিতীর্থের নামকরণের পেছনে যে ইতিহাসটি জানা যায় - ত্রিশূলের ‘ত্রি’ তরুণতীর্থের ‘তীর্থ’ মিলে নামকরণ করা হয় ‘ত্রিতীর্থ’। ত্রিতীর্থের প্রথম নাটক বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই অস্থায়ী মঞ্চ তৈরীর কাজ শুরু হয়। বোয়ালদাড়ের অমিয় সরকার, পতিরামের নগেন্দ্র সরকার, বোল্লার দুলাল দাস, বেলতলা পার্কের বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা কালেক্টরেটের অবনী চক্রবর্তী প্রমুখ ত্রিতীর্থের মঞ্চ তৈরীর জন্য ক্ষমতানুসারে সাহায্য করেন। টুলু বসু, প্রেক্ষাঘরের জন্য টিনের সন্ধ্যান দেন, শম্ভু সরকার এবং সুধীর দত্ত অস্থায়ী ছাউনীর সামিয়ানা দিয়ে ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ত্রিতীর্থকে। শিলিগুড়ির রেল কর্মচারী অনাদি (?) রেলের ঝর্ট্তি পর্ট্তি মাল দিয়ে সামান্য মূল্যে Sopt Light তৈরী করে দিয়েছিলেন। বোয়ালদাড় গ্রামের মানুষ অমিয় সরকার প্রচুর বাঁশ যোগাড় করে দিয়েছিলেন। পতিরামের স্বর্গত জমিদার গোবিন্দলাল ঘোষ মহাশয় (ড: বিশু ঘোষের দাদা) ত্রিতীর্থকে জমিদান করেন। উক্ত জমির উপর গড়ে ওঠে উঠেছে বর্তমান ত্রিতীর্থের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ। গোবিন্দ ঘোষের নামানুসারে প্রেক্ষাগৃহের নাম রাখা হয় ‘গোবিন্দ অঙ্গন’ এবং গোবিন্দ বাবুর অকাল প্রয়াত পুত্র সংস্থার সুহৃদ ও অভিনেতা কল্যাণ ঘোষের নামাণুসারে মঞ্চের নামকরণ করা হয় ‘কল্যাণ মঞ্চ’। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমী অনুমোদিত ‘ত্রিতীর্থ’ নাট্য সংস্থার রেজিষ্ট্রিশন নং এস/১৪৯৯৫/১৯৭৪-১৯৭৫। স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা ‘ক্যারিটাস’ ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় প্রচুর গম সরবরাহ করত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য। সেই সময় ‘ক্যারিটাস’ প্রচুর চট দিয়েছিল অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করার জন্য। পুষ্প সমাজদার ও প্রভাস সমাজদার দায়িত্ব নিয়ে সেগুলি সেলাই করে অস্থায়ী মঞ্চের জন্য আচ্ছাদন তৈরী করেছিলেন অন্যান্যদের সাহায্যে। অস্থায়ী কাঁচা মঞ্চে শণিবার ও রবিবার ত্রিতীর্থের অভিনয় হত। দর্শকদের বসার ব্যবস্থা তখনও করা সম্ভব হয়নি। ললিত মোহন আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র তলাপাত্র শণিবার বিদ্যালয় ছুটির পর ত্রিতীর্থকে বেঞ্চ দিয়ে সাহায্য করতেন। নাটক পরিচালনা করতে গিয়ে নতুন নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু উপকরণের প্রয়োজন হল। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য টেপরেকর্ডার। সুধীর দে রেকর্ড প্লেয়ার কেনার জন্য টাকা ধার দিয়েছিলেন। কিছু রেকর্ড দিয়ে সাহায্য করেছিলেন - অশোক দত্ত ও মুকুল বসু। ডা: ধীরেন ঘোষ (বিশু ডাক্তার) ‘ক্রাউন’ টেপ-রেকর্ডার কেনার টাকা দিয়েছিলেন।

এরপর পাকা মঞ্চ তৈরী হয় অনেক প্রচেষ্টার পর। ১৯৭২ সাল নাগাদ দশ হাজার টাকার বিনিময়ে শতাধিক বছরের পুরনো Rice Mill ‘North Bengal Rice Mill’ কিনে নেয় ত্রিতীর্থ। অবিনাশ দত্ত ও প্রভাস সমাজদার প্রায় সাতদিন ধরে হিলিতে থেকে হোটেলে খেয়ে, মিল ভেঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে আসেন বালুরঘাটে। অবিনাশ দত্ত এবং প্রভাস

সমাজদার সেখানে থাকতেন অন্যেরা মাঝে মাঝে যেতেন। বালুরঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের হেফাজাতে থাকা একটি বাড়ির অর্ধাংশ কিনে নিয়েছিল 'ত্রিতীর্থ'। বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একটি আমগাছ ত্রিতীর্থকে জোগার করে দিয়েছিলেন। সেই গাছের তক্তা দিয়ে মঞ্চের প্রয়োজন মেটানো হয়েছিল। বালিয়া হেমরম, অভিরাম সূত্রধর, শিবু সূত্রধর প্রমুখ মিলে মঞ্চের কাজ শুরু করে। ত্রিতীর্থ নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সুনাম অর্জন করেছে, বালুরঘাটের মানুষেরা যে সহযোগিতা করেছেন তা কিন্তু নাট্যসংস্কৃতিকেই ভালোবেসে। বালুরঘাট হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নিশীথরঞ্জন আচার্য মহাশয় ত্রিতীর্থকে একশত টাকা দান করেছিলেন তাঁর সেই স্নেহের দান দিয়ে 'ত্রিতীর্থ' একটি স্থায়ী তহবিল তৈরী করেছিল।

১৯৬৯ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ত্রিতীর্থ মোট ৫৮ টি নাটক প্রযোজনা করেছে। ত্রিতীর্থ বালুরঘাটের পরিচয় ছাড়িয়ে ভারতের হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে পুরস্কার পেয়েছে। ত্রিতীর্থ ১৯৭০ সালে লক্ষ্মৌতে সর্বভারতীয় নাটোৎসবে যোগদান করে পিনারদেল্লার নাটক অবলম্বনে নান্দীকারের বহু প্রশংসিত নাটক 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নিয়ে। সর্বভারতীয় নাট্যপ্রতিযোগিতায় পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় পেলেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান, শ্রীমতি রীতা দত্তগুপ্তা পেলেন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান। 'ভাঙ্গাপট' এবং 'তিন বিজ্ঞানী' নাটক দুটি জার্মান নাটকের রূপান্তর। ১৯৭২ সালে ম্যাক্সমুলার ভবনে আয়োজিত নাটোৎসবে ত্রিতীর্থ উক্ত দুটি নাটক নিয়ে যোগদান করে। নীহার ভট্টাচার্য কৃত রূপান্তরিত নাটক দুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ত্রিতীর্থ চলছিল কলকাতার অনুকরণে। বহুরূপী, নান্দীকার প্রভৃতি সংস্থার নাটক গুলি ত্রিতীর্থে মঞ্চায়িত হচ্ছিল। ''এক দেড় বছরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম this the not way.......... বিদেশী হোক দেশী হোক এটাও তো কলকাতার অনুকরণ ছিল - অনুকরণ মানে কলকাতায় যা হচ্ছিল এখানেও তা হচ্ছিল .... এই যে কলকাতার মুখীনতা - এটা ঠিক হচ্ছে না, আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফলে within one year or two years আমরা started করি নিজেদের দিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করা।''[৩] এরপর থেকেই নির্মলেন্দু তালুকদার, শুভ্রাংশু মৈত্র এবং হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর নাটক অভিনয় হতে থাকে, তার সঙ্গে অন্যান্য নাটক তো রয়েছে। ১৯৭৭ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনার জন্য 'দিশারী' পুরস্কার পান হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরে ব্রেখট এর 'গ্যালেলিও' (নাট্যরূপ দেন নীহার ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়) প্রথম বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে ত্রিতীর্থ মঞ্চস্থ করে। 'গ্যালিলেও' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে আবার ত্রিতীর্থ দলগত ভাবে নতুন দিকে মোড় নিল। এরপর 'জল' (১৯৮০), 'দেবাংশী' (১৯৮৩) অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনি

অবলম্বনে হিন্দি নাটক 'বিছন' (১৯৮৫) জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বালুরঘাটে এই প্রথম হিন্দি নাটকের অভিনয়। গঠনমূলক সমালোচনার ডাক ত্রিতীর্থই প্রথম দিয়েছিল 'পুতুল খেলা' মঞ্চায়নের পর। 'বন্দীসম্রাট' পর্যন্ত প্রতিটি নাটক মঞ্চস্থ হবার পর খোলামেলা আলোচনার জন্য ত্রিতীর্থ বালুরঘাটের বুদ্ধিজীবি এবং নাট্যপ্রেমীদের আমন্ত্রণ জানাত। তাতে অধ্যাপক কেরাণী, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, বেকার, দোকানদার, যে কোনো বয়সের নাট্যপ্রেমী আলোচনায় অংশ নিতে পারত। অন্য নাট্যসংস্থার সদস্যরাও তাঁদের মতামত জানাতেন। প্রকৃত পক্ষে এটা হত একটা নাট্যপ্রেমীদের মিলন সভা। ত্রিতীর্থের উদ্দেশ্য ছিল এই ভাবে গঠনমূলক আলোচনার সাহায্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করা - প্রাথমিক খুঁত সারিয়ে নেওয়া কিংবা কিছু বাড়তি সংযোজন করা। কিন্তু ক্রমশ এই আলোচনা সভায় অবান্তর প্রশ্ন, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, ব্যক্তিগত আক্রোশ, বুদ্ধিহীন মন্তব্য ত্রিতীর্থকে সংকুচিত করে। 'দেবীগর্জন' ও 'বন্দীসম্রাট' প্রসঙ্গে যুক্তিকে পাশকাটিয়ে আক্রমণের পথ আলোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বেছে নিলে ত্রিতীর্থ এই সার্বজনীন সভা থেকে বিরত হয়। পরবর্তীতে 'বিছন' নিয়ে আলোচনা সভা হয়েছিল।

ত্রিতীর্থের প্রয়োগ প্রধান হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক নির্বাচনে কোনো গোঁড়ামির প্রকাশ ঘটাননি। অভিনয় যোগ্য নাটক খুঁজেছে। নাটক তৈরী করেছে, মঞ্চায়ন সম্পর্কে ভেবেছে। অভিনয় যোগ্য মনে হলেই সেই নাটকটি দর্শকোপযোগী করে মঞ্চাস্থ করাই ছিল তাঁর কাজ। এই কাজে ত্রিতীর্থ বরাবরই আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানা পোড়েন (পুতুল খেলা, অনিকেত) ইতিহাস মূলক (বন্দী সম্রাট, তুঘলক), বিদেশী ভাষার নাটক (বৃষ্টি বৃষ্টি, ক্ষুরস্য ধারা ইত্যাদি), অপেরাধর্মী নাটক (শিশুপাল), হাসির নাটক (বিপুলৌষধি, বিজ্ঞাপন), আঞ্চলিক ভাষার নাটক (ভাষাপট, দেবাংশী) এছাড়াও অ্যাবসার্ড ড্রামা (এবং ইন্দ্রজিৎ, মঙ্গলাচরণের বিবাহ) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ধর্মী এবং দৃষ্টি কোণের নাটক ত্রিতীর্থ সমান পারদর্শিতায় মঞ্চাস্থ করেছে।

ত্রিতীর্থের সময়জ্ঞান, টিম ওয়ার্ক, মঞ্চসজ্জা এবং অভিনয় নৈপুণ্য প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। উচ্চারণের জড়তা, সংলাপ ভুলে যাওয়া নাট্যক্রিয়ায় অসাবধনতা কিংবা অভিনয়ে অসমতা এগুলির কখনোই দর্শকেরা আশংকা করেন না।

ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা ব্যতিক্রম শুধুমাত্র নাট্যভাবনা, উপস্থাপনা এবং প্রকরণেই নয়। ব্যতিক্রম তাঁদের দল গঠনেও। ত্রিতীর্থের নাটকে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে কেউ অধ্যাপক, কেউ চিকিৎসক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকুরীজীবি, কারো পেশা রিস্কাচালানো, কেউ বা পুজোর সময় ঢাক বাজায়-অন্য সময়ে যারা শুধুমাত্র কৃষক। সমস্ত বর্গের মানুষদের নিয়ে যাঁদের নাটকের পথে চলা তাঁরাই কেবল পারে 'দেবাংশী', 'জল' এর মত নাটক পরিবেশন করতে।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ:
অবিনাশ দত্ত
অর্ধেন্দু সরকার
অমিতাভ সেন
আশিস দত্তগুপ্ত
কানাই দত্ত
কানাই মজুমদার
জ্যোতিরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জীবনকানাই মুখোপাধ্যায়
ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ
নির্মলেন্দু তালুকদার
নির্মল মালাকার
পুষ্প সমাজদার
প্রভাস সমাজদার
পংকজ কুমার বিশ্বাস
ব্রজবল্লভ সাহা
মানস সেন
যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক
শান্তিরঞ্জন গুহ
সনৎ রায়চৌধুরী
সত্যরঞ্জন তালুকদার
স্বপন কুমার রায়
সুধীর চন্দ্র দে
সুনির্মল সরকার
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সদস্য:
অজিত দে
অমল সরকার
অরুণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণ বাগচী
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
অর্কশংকর বিশ্বাস
অশোক ভট্টাচার্য
অরূপেন্দু নন্দী
অজিতা দাস
অশ্রুকণা দেব
অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুরাধা চক্রবর্তী
অমৃতা সাহা
অমূল্য মালী
অমর ভট্টাচার্য
আকাশনীল চট্টোপাধ্যায়
ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক
ইন্দ্রজিৎ কর
ইন্দ্রানী দাস
উদয় দাস
উজ্জ্বলা দাস
উজ্জ্বলা রায়
কাজল সরকার
কল্যাণ কুমার ঘোষ
কিশোর হোম চৌধুরী
কাশীনাথ ঘোষাল
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণ দাস
কাঞ্চণ মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রসাদ মজুমদার
কেয়া সরকার
কৃষ্ণা গোস্বামী
করবী রায়
কানু দাস
কেকা ভট্টাচার্য
কালী হালদার
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
খোকন বন্দ্যোপাধ্যায়
গৌতম সেন
গবলু

গৌতম চক্রবর্তী
গোরা (অজয়) দাস
গোপা সেন
গোবিন্দ সরকার
চন্দন ঘোষ
চন্দন দত্তগুপ্ত
চৈতন্য সরকার
চয়নিকা গুহ রায়
ছবি হালদার
জগন্নাথ দত্ত
জগন্নাথ বিশ্বাস
জয় ভট্টাচার্য
জয়শ্রী ভট্টাচার্য
জয়তী গোস্বামী
জয়তী মুখোপাধ্যায়
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
ঝুমুর ভট্টাচার্য
ডরোথি গুহনিয়োগী
তপন সরকার
তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী
তরুণ দত্ত
তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
তমাল মজুমদার
তুষার দত্ত
তাপসী ভৌমিক
তনুশ্রী সাহা
তনুশ্রী সরকার
তনুকা রক্ষিত
তৃপ্তি রায়চৌধুরী
তনুজা সিং
দেবব্রত নাগ
দুর্গাশংকর সাহা
দিলীপ চৌধুরী
দিলীপ হালদার
দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
দীপিকা সেন
দীপ্তি সাহা
দেবপ্রিয় সমাজদার
দেবারতি ভট্টাচার্য
দেবারতি বসু
দেবপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়
দীপংকর চৌধুরী
দীপঙ্কর বসাক
নগেন্দ্র নাথ সরকার
নিখিল পাল
নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
নন্দিতা গোস্বামী
নিভা কুন্ডু
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
পঙ্কজ শীল
প্রণব সরকার
পুলক সেনগুপ্ত
পরেশ সমাজদার
প্রসূন দাশগুপ্ত
প্রদীপ সরকার
পিনাকী রঞ্জন তালুকদার
পিনাকী দাস
প্রণয় মহন্ত
প্রশান্ত সরকার
প্রমীলা সরকার
প্রমদা কিঙ্কর সরকার (সাধু)
পাপড়ি রায়
পাপিয়া দেব
পাপিয়া মহন্ত
পাপিয়া সরকার
প্রসেনজিৎ ভৌমিক
প্রবীর ঘোষ
ফুল রায় (কমলিকা)

বাপি সমাজদার
বেনু দত্ত
বিনয় ভূষণ পাল
বিকাশ কর্মকার
বিশ্বনাথ মহন্ত
বিশ্বনাথ দত্ত
বিকাশ দাস
বিদ্যুৎ মহন্ত
বিধান পাল
বিভাস রায়
বীরেশ চন্দ্র গোস্বামী
বংকু মালী
বাদশা গুহ
বিভূতোষ ব্রহ্ম
বেনু মুনশী
বালিয়া হেমব্রম
বীথি সরকার
বন্দনা মজুমদার
বিপ্লব সাহা
বিশ্বনাথ হালদার
বিকাশ সাহা
ভূদেব দত্ত
ভাস্কর মজুমদার
ভূপেন মজুমদার
ভোলা মুখোপাধ্যায়
মোম ভট্টাচার্য
মমতা চট্টোপাধ্যায়
মানসী ভৌমিক
মমিতা দাস
মহুয়া দত্ত
মন্টু হালদার
মৌমিতা সমাজদার
মিলন সরকার
মধুমিতা সরকার
মিলন চৌধুরী
মুনমুন বসাক
মৈত্রী দে
মাধুরী বরগাঁও
মনোজ মজুমদার
মানব গুহ রায়
মিতা সেন
মনীন্দ্র কুমার নট্ট
মীনা মুখোপাধ্যায়
রণদা প্রসাদ সাহা
রণজিত কুমার দে
রতন নাগ
রতন ঘোষ
রানা রায়
রামচন্দ্র রায়
রঞ্জন দত্ত
রজত চক্রবর্তী
রমা তালুকদার
রীতা দত্তগুপ্ত
রীনা সেন
রাখী বিশ্বাস
রত্না সেন
রাজা গোস্বামী
রানা রায়
লক্ষ্মী রায়
লিপি ঘোষ
শান্তনু গাঙ্গুলী
শুভ্রাংশু শেখর মৈত্র
শংকর চক্রবর্তী
শংকর মালী
শান্ত শীল
শান্তশ্রী মজুমদার
শুভ ভট্টাচার্য
শ্রীবাস সাহা

শুক্লা গাঙ্গুলী
শিউলী সিংহরায়
শর্মিলা বিশ্বাস
শ্রীতমা রায়
শ্রেয়সী ভৌমিক
সব্রত দেব
সুভাষ চট্টোপাধ্যায়
সূর্য চক্রবর্ত্তী
সুকুমার সেন
সুধন ভট্টাচার্য
সুধীর কুমার ঘোষ
সুপ্রিয় মজুমদার
সত্য গোপাল মজুমদার
সমীর চৌধুরী
সুনীল কুমার মহন্ত
সুজিত মুনশী
সাধন মজুমদার
সঞ্জয় ঘোষ
সুকমল নাথ
সত্য মালী
সায়ন্তন সেন
সমীর রায়
সুপ্রভা ঘোষ*
সঞ্জীব বাগচী
সুবোধ রায়
সান্ত্বনা গুহ
সুষমা ভৌমিক
সুপ্রিয়া সরকার
সোনালী সাহা
সৃজিতা গোস্বামী
স্মৃতিকণা দাস (সোনা)
স্মৃতিকণা দাস (বুড়ি)
সুপর্ণা ভট্টাচার্য
সংঘমিত্রা রুদ্র
স্বাতী চৌধুরী
সুজাতা সিংহ
সুনীত ঘোষ
সুবাস সরকার
সুমনা গুহ রায়
স্বপন দত্ত
হরি হালদার
হরি মোহন কুন্ডু
হারাণ মজুমদার
ত্রিদীব বসু
*(আজীবন মাননীয় আমন্ত্রিত সদস্যা)

২০০৮ সাল পর্যন্ত ত্রিতীর্থ প্রযোজিত/অভিনীত নাটকের তালিকা

নাটকের নাম	নাটককার / রূপান্তর	প্রথম মঞ্চায়ন	মোট অভিনয় রজনী
১। পুতুল খেলা	ইবসেন / শম্ভু মিত্র	২৭.০৯.১৯৬৯	৩
২। বৃষ্টি বৃষ্টি	রিচার্ড ন্যাস / অসিত দে	২৯.১২.১৯৬৯	২
৩। এবং ইন্দ্রজিৎ	বাদল সরকার	৩১.০১.১৯৭০	৪
৪। প্রতিদিনের নায়ক (একাঙ্ক)	পার্থপ্রতিম বক্সী	১১.০১.১৯৭০	১
৫। অমৃতস্য পুত্রাঃ	রতন কুমার ঘোষ	১৯.০২.১৯৭০	৪
৬। বিশে জুন	বীরু মুখোপাধ্যায়	১২.০৪.১৯৭০	৩
৭। শের আফগান	পিরানদেল্লো / অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩.০৫.১৯৭০	১২

নাটকের নাম	নাটককার / রূপান্তর	প্রথম মঞ্চায়ন	মোট অভিনয় রজনী
৮। রাজযোটক	চেকভ / রমেন লাহিড়ী	২৭.০৯.১৯৭০	২
৯। নাট্যকারের সন্ধানে			
ছ'টি চরিত্র	পিরানদেল্লো /		
	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত	০৩.১০.১৯৭০	১৫
১০। বিজ্ঞাপন	জগমোহন মজুমদার	০৬.১২.১৯৭০	২২
১১। করুণা কোর না	জগমোহন মজুমদার	০৪.০৪.১৯৭১	২
১২। সঙ্কট (একাঙ্ক)	হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়	১৩.০৬.১৯৭১	২
১৩। চোখের আলো			
(একাঙ্ক)	সুরজিৎ বসু	১৩.০৬.১৯৭১	২
১৪। ছুটির খেলা	মিখাইল সেবেস্তাইন /		
	অমিতা রায়	০৪.০৯.১৯৭১	৭
১৫। মঞ্জরী নামের			
মঞ্জরী	চেকভ / অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫.০১.১৯৭২	১০
১৬। তিন বিজ্ঞানী	ডুরেনম্যাট /		
	নীহার ভট্টাচার্য	০২.০৯.১৯৭২	৩৩
১৭। ভাঙা পট	হাইনরিখ ক্লাইস্ট /		
	নীহার ভট্টাচার্য	১৫.০৯.১৯৭২	৪৬
১৮। দেবীগর্জন	বিজন ভট্টাচার্য	২৫.০৮.১৯৭৩	১০২
১৯। শিশু পাল	নির্মলেন্দু তালুকদার ও		
	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	১৮.০৫.১৯৭৪	২৪
২০। মঙ্গলাচরণের বিবাহ			
	ব্রেখট / নীহার ভট্টাচার্য	১৫.১০.১৯৭৪	৬
২১। বহুরূপী (একাঙ্ক)	শুভ্রাংশু মৈত্র সূত্র ঃ		
	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	০৯.০৩.১৯৭৫	১
২২। বন্দী সম্রাট	শুভ্রাংশু মৈত্র	১৮.০৪.১৯৭৬	৪
২৩। নতুন আলো			
(বেতার নাটক)	সত্যরঞ্জন তালুকদার	০২.০৮.১৯৭৬	——
২৪। বল্লভপুরের			
রূপকথা	বাদল সরকার	০৮.০৮.১৯৭৬	২৮
২৫। কর্ণকুন্তী সংলাপ	বিমল কর	০৪.১২.১৯৭৬	৫
২৬। পরবাস	মনোজ মিত্র	০৯.১০.১৯৭৭	৭

নাটকের নাম	নাটককার / রূপান্তর	প্রথম মঞ্চায়ন	মোট অভিনয় রজনী
২৭। পঁচিশ পঁচাত্তর			
(বেতার নাটক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	০৭.০৪.১৯৭৮	——
২৮। গ্যালিলেও	ব্রেখট / নীহার ভট্টাচার্য ও		
	সুভাষ চট্টোপাধ্যায়	২৭.০৯.১৯৭৮	২০
২৯। ক্ষুরস্য ধারা	সুভাষ চট্টোপাধ্যায় সূত্র ঃ		
	এ্যালবেয়ার কাম্যু	০৪.১০.১৯৭৯	৩
৩০। জল	মহাশ্বেতা দেবী ও		
	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৪.০২.১৯৮০	৪৭
৩১। তুঘলক	গিরিশ কারনাড /		
	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	১৬.০৭.১৯৮২	১১
৩২। দেবাংশী	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সূত্র ঃ		
	অভিজিৎ সেন	১৩.১১.১৯৮৩	৬১
৩৩। ওম্ (একাঙ্ক)	নির্মলেন্দু তালুকদার	২৬.০৮.১৯৮৪	১
৩৪। কচি সংসদ	শুভ্রাংশু মৈত্র সূত্র ঃ		
	পরশুরাম	২৬.০৮.১৯৮৫	১
৩৫। বিছন (হিন্দী)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সূত্র ঃ		
	মহাশ্বেতা দেবী	২৪.১১.১৯৮৫	৩৪
৩৬। কেমনে তারে			
মিছে বলা যায়	বার্নার্ড শ /		
	শুভ্রাংশু মৈত্র	২৬.০৮.১৯৮৬	১
৩৭। চিরকুমার সভা	রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	১৭.০৩.১৯৮৮	২২
৩৮। মন্ত্রশক্তি	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সূত্র ঃ		
	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	০৩.০৪.১৯৮৮	২২
৩৯। অনিকেত	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সূত্র ঃ		
	আশাপূর্ণা দেবী	২৫.০৪.১৯৯০	২৪
৪০। ঠাকুরদা	নির্মলেন্দু তালুকদার ও		
	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.০৮.১৯৯০	২
	সূত্র: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
৪১। বিপুলৌষধি	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়		
	সূত্র ঃ পরশুরাম	২৬.০৮.১৯৯১	৭
৪২। অর্থম-অনর্থম	শুভ্রাংশু মৈত্র সূত্র ঃ		
	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬.০৮.১৯৯২	১০

নাটকের নাম	নাটককার / রূপান্তর	প্রথম মঞ্চায়ন	মোট অভিনয় রজনী
৪৩। বোধোদয় (শিশুদের দ্বারা অভিনীত)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২২.০৪.১৯৯৩	৬
৪৪। উপলব্ধি (একাঙ্ক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.৮.১৯৯৫	-
৪৫। পণন	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সূত্র: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৭.৬.১৯৯৬	-
৪৬। অন্তর্ধান	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	১০.০৪.১৯৯৭	-
৪৭। পত্রশুদ্ধি (প্রথমে একাঙ্ক পরে পূর্ণাঙ্ক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.০৮.১৯৯৯	-
৪৮। মাতৃতান্ত্রিক	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	০৫.০৩.২০০০	-
৪৯। প্রপন্না	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.৮.২০০০	-
৫০।উত্তরণ	-	২৬.০৮.২০০১	-
৫১। চৌর্যপদ (একাঙ্ক)	---	২৬.০৮.২০০২	-
৫২। আক্কেল সেলামী (একাঙ্ক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.০৮.২০০৩	-
৫৩। অসমাপিকা	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	১০.০৯.২০০৩	-
৫৪। লুকোচুরি	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.০৮.২০০৪	-
৫৫।অন্যমনস্ক চোর একাঙ্ক	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.০৮.২০০৫	-
৫৬। করকুহুক	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রূপান্তরিত	২২.০৮.২০০৬	-
৫৭। যদি এমন হতো (একাঙ্ক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬.০৮.২০০৭	
৫৮। সরল অঙ্ক	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	১৬.০৮.২০০৮	

ত্রিতীর্থ প্রযোজিত বিশেষ বিশেষ কয়েকটি নাটকের সমালোচনা ও বর্ণিত নাটকগুলির প্রথম অভিনয় রজনীর চরিত্র লিপি দেওয়া হল-

অমৃতস্য পুত্রা:

রচনা - রতন কুমার ঘোষ
পরিচালনা - হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময় - ১৯.২.১৯৭০
মোট অভিনয় রজনী - ৪

চরিত্রলিপিঃ

আদিপুরুষ	-	ভোলা মুখার্জী
আদিনারী	-	চয়নিকা গুহ
সনাতন	-	অমিতাভ সেনগুপ্ত
সজ্জন	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক	-	কানাই দত্ত
রমনীমোহন	-	শান্তি গুহ
পুলিশ কনস্টেবল	-	সুধন ভট্টাচার্য
বিদ্যুৎ	-	অজিত দে
চানাচুর ওয়ালা	-	ব্রজবল্লভ সাহা
তরুণ	-	সুধীর দে
অজিত	-	সুনির্মল সরকার
পুরোহিত	-	ধীরেন ঘোষ
বনোয়ারী লাল	-	প্রভাস সমাজদার
মিত্তির মশাই	-	সত্যরঞ্জন তালুকদার
পুলিশ ইন্সপেক্টর	-	পঙ্কজ বিশ্বাস
পুলিশ কনস্টেবল (২)	-	সনৎ রায় চৌধুরী
কবিতা	-	দীপিকা সেন গুপ্ত
শিবানী	-	রীতা দত্ত গুপ্তা
জনৈক নারী	-	সান্তনা গুহ
পথচারী মহিলা	-	পুস্প সমাজদার

<u>নাটক-তিন বিজ্ঞানী</u>

মূল নাটক	-	ডুরেন ম্যাট
অনুবাদ	-	নীহার ভট্টাচার্য
পরিচালক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	০২/০৯/১৯৭২
মঞ্চ	-	অবিনাশ দত্ত, পঙ্কজ বিশ্বাস, অর্দ্ধেন্দু সরকার, সুনির্মল সরকার, গৌতম সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ মহন্ত, প্রভাস সমাজদার
আলো	-	কাজল সরকার, পরেশ দত্ত
আবহসঙ্গীত ও শব্দক্ষেপণ	-	মানিক দত্তগুপ্ত
অভিনয় রজনী	-	৩৩

চরিত্র লিপি

মৃত ইরা সরকার	-	অজিতা দাস
রতন বোস	-	প্রভাস সমাজদার
পুলিশ ইন্সপেক্টর	-	স্বপন রায়
পুলিশ কনস্টেবল (২জন)	-	সুবর্ণ ভট্টাচার্য ও ভূদেব দত্ত
মেট্রন মজুমদার	-	চয়নিকা গুহ
নিউটন	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
মিসেস মফিস	-	পুষ্প সমাজদার
অইনস্টাইন	-	কল্যান ব্যানার্জী
মনিরুল	-	সঞ্জয়
আইনুল	-	টুকাই
ওবাইদুল	-	টুটুন
মি. রোজ	-	কানাই দত্ত
মফিজ	-	অমিতাভ সেনগুপ্ত
নার্স মনিকা চ্যাটার্জী	-	রীতা দত্তগুপ্তা
সুভগ সিং	-	অবিনাশ দত্ত
মহিদর লাল	-	কাঞ্চন মুখার্জী

১৯৭২, সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাকসমূলার ভবন আয়োজিত কলকাতার কলামন্দিরে ৭দিন ব্যাপী জার্মান নাট্যোৎসব হয়েছিল। ৫টি জার্মান নাটকের সাতটি অভিনয় ছিল উৎসবের প্রাণ। ৫টি নাটকের মধ্যে ত্রিতীর্থের ছিল নাটক 'তিনবিজ্ঞানী' (ফিজিস্স্ট) এবং 'ভাঙ্গাপট' (ব্রোকেন জাক)।ড্যুরেনমাটের 'দ্য ফিজিসিস্ট' অবলম্বনে প্রায় রূপকধর্মী নাটক 'তিনবিজ্ঞানী'তে জ্ঞান এবং অশুভ শক্তির দ্বান্দ্বিক কাহিনিকে ত্রিতীর্থ হাজির করেছেন। জার্মান নাট্যোৎসব দ্বিতীয় দিনে (২৪শে স্পেটম্বর) অখ্যাত গেয়ো একটি দলের অভিনয় আসরে দর্শক সংখ্যা হাতে গোনা ছিল। ''কিন্তু ত্রিতীর্থের তিন বিজ্ঞানী ওই কিছু দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। প্রায় আড়াই ঘন্টার নাটকে বিরতি একবার। ওই সময়েই গুঞ্জন উঠল। প্রায় সকলে এক বাক্যে সাধুবাদ জানাচ্ছিলেন। নাটক প্রযোজনার প্রধান শর্তগুলি কী, অভিনয়ে কোন অঙ্গের কতটুকু ভূমিকা দরকার তা ছিল ওদের নখদর্পনে না হলে ফিজিসিস্টের মত একটি কঠিন নাট্যবস্তুকে ও'রা এমন নিখুঁত ভাবে উপহার দিতে পারতো না। সবচেয়ে ভালো লাগলো অসামান্য দলগত সমন্বয়। পরিচালক অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নিশ্চয় এর সকল কৃতিত্ব টুকু দাবি করতে পারেন। অমিতাভ সেনগুপ্ত, হরিমাধব নিজে এবং সাধন মজুমদার

তিন বিজ্ঞানীর তিনটি ভিন্নধর্মী চরিত্র অঙ্কনে অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।''[৪]

'তিন বিজ্ঞানী'র বিষয় সম্পর্কে 'আজকাল' লিখলো- ''স্থান কালের সামান্য প্রকারভেদে নাটকটিতে করে তোলা হয়েছে ভারতীয়। এ কাজে এ নাটক কতটা সফল সে ব্যাপারে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু নাটকের মূল বক্তব্য তাতে ব্যাহত হয়নি। মানুষের স্ববিরোধীতায় এ নাটকের কেন্দ্রীয় ভাব। অ্যাটম বোমার সৃষ্টি ও স্রষ্টার তাকে মেনে নিতে না পারা দিয়ে নাটকের সংঘাত তৈরি হয়েছে। এই টানাপোড়েনের নাটকে প্রথম অংশে প্রায় রহস্য নাটকের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।''[৫]

নাটক-ভাঙ্গাপট

মূল নাটক	-	হাইনরিক ভন ফ্লাইস্ট
অনুবাদ	-	নীহার ভট্টাচার্য
আঞ্চলিক ভাষায়		
রূপান্তর	-	সত্যরঞ্জন তালুকদার ও শান্তিরঞ্জন গুহ
সময়	-	১৫/০৯/১৯৯২
মঞ্চ	-	পংকজ বিশ্বাস, অবিনাশ দত্ত, গৌতম সেন, প্রভাস সমাজদার ও অর্ধেন্দু সরকার
আলো	-	কাজল সরকার
রূপসজ্জা	-	নালু পাল
মোট রজনী	-	৪৬

চরিত্রলিপি

মনুমোড়ল	-	শান্তিরঞ্জন গুহ
আলো মাষ্টার	-	সত্যরঞ্জন গুহ
আর্দালী	-	যতীন ভৌমিক
আকালু	-	অবিনাশ দত্ত
সার্কেল অফিসার	-	ধীরেন ঘোষ
পালানু	-	ব্রজবল্লভ সাহা
ভোলা	-	প্রভাস সমাজদার
রূপা	-	ভূদেব দত্ত
লগ্নী	-	অজিতা দাস
মতির মা	-	চয়নিকা গুহরায়
ইতু	-	রীতা দত্তগুপ্ত
কুসুম	-	পুস্প সমাজদার

১৯৭২ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কলামন্দিরে (কলকাতা) ভাঙ্গাপটের অভিনয়ের পর দর্শক মহলে সারা পড়ে যায়। দেশ পত্রিকা থেকে জানা যায় - ‘‘কলামন্দিরে ওই দিন একটি আসনও বুঝি খালি ছিল না। উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের কথ্য ভাষায় নাটকটির অঙ্গশোভিত। আরম্ভ থেকেই ওই ভাষা কলা মন্দিরের মঞ্চে উত্তরবঙ্গের গ্রামের একটি দৃশ্যপট এবং অভিনয় আমাদের তাক ধরে দিয়েছিল। বোঝাই যায়নি কখন নাটকটি শেষ হয়েছে’’।[৬]

জামার্ন নাট্যোৎসবে কলামন্দিরে অভিনীত ‘ভাঙ্গাপট’ প্রযোজনা ত্রিতীর্থের। বলা বাহুল্য-‘‘উৎসবের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা এটি। সুদূর বালুরঘাটের দল ত্রিতীর্থ এসে কলকাতা শহরে এসে সত্যি বুঝি ম্যাজিক দেখিয়ে গেল।’’[৭]

‘ভাঙ্গাপট’ নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষা যা ‘বাহে’ ভাষা নামে পরিচিত। ‘বাহে’ ডায়লেক্টে বিবৃত এ নাটকে কোথাও জার্মান মনেই হয় না। মোড়লা কেন্দ্রিক গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থার হাস্যকর অবস্থাটি আদ্যন্ত হাসির নাটক হিসেবেই দেখানো হয়েছে অথচ কোথাও কোন স্থূল রসিকতা নেই। এ নাটকে প্রতি মুহূর্তে ভয়ছিল মাত্রাধিক্যের এবং তাহলেই এর রস নষ্ট হত। কিন্তু আশ্চর্য দলগত অভিনয়তো এমনই প্রতিটি বিন্দুতে উতরে গেছে যে করার কিছু থাকে না। কেবল মুগ্ধ হওয়া ছাড়া।

নাটক-দেবীগর্জন

নাটক	-	বিজন ভট্টাচার্য
নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৫/০৮/১৯৭৩
সঙ্গীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত আয়োজন	-	কান্তি চক্রবর্তী, অমূল্য মালি
আবহ প্রক্ষেপণ	-	মানস সেন
সুর	-	জ্ঞানেশ রায়
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আলো	-	সুনির্মল সরকার
স্লাইড প্রক্ষেপণ	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
স্লাইড সজ্জা	-	লালু পাল ও কাশী ঘোষাল

চরিত্র লিপি

প্রভঞ্জন	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
ত্রিভূবন	-	শান্তিরঞ্জন গুহ
মংলা	-	সাধন মজুমদার
সঞ্চারিয়া	-	কাঞ্চন মুখার্জী

ঘুঘরা - উদয় দাস
ধনাই - প্রভাস সমাজদার
সর্দার - গোবিন্দ তালুকদার
দশরথ - নির্মলেন্দু তালুকদার
ওজনদার দু'জন - পংকজ বিশ্বাস, ভূদেব দত্ত
সরকার - যতীন ভৌমিক
ভাল্লু - গৌতম সেন
জটাধর - রতন ঘোষ
খগেশ্বর - কল্যান ব্যানার্জী
লেদুয়া - ধরেন ঘোষ
দারোয়ান (২জন) - স্বপন রায় ও অরুন দত্ত
দারোয়ান (পাহারাদার)- মন্টু হালদার
সেবাইত - লালু পাল
গিরিবালা - চয়নিকা গুহ
লত্না - সান্তনা গুহ
গ্রামবাসী - ১২জন ছেলে ও ১২ জন মেয়ে
সানাই - অমূল্য মালী
ঢাকবাদন - বঙ্কুমালী, শংকর মালী, মনীন্দ্র নট্ট
মূল গায়েন - পুলক সেন
বহু রূপী - সুদন ভট্টাচার্য
চাষীর ছেলে - অসীম চক্রবর্তী

১৯৭৩ সালে মার্চ মাসে পশ্চিম দিনাজপুরের জেলায় বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানে বিজন ভট্টাচার্য, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নাটককার মন্মথ রায় পশ্চিম দিনাজপুরে এসেছিলেন। ত্রিতীর্থের নাট্যযজ্ঞ দেখে বিজন ভট্টাচার্য বড় খুশি হন। 'দেবীগর্জন' (বিজন ভট্ট াচার্য) মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ত্রিতীর্থ প্রবেশ করে নতুন নাট্য প্রযোজনার নতুনত্ব আঙ্গিক কলায়। আলোক সম্পাতে, নেপথ্যে সঙ্গীতে, দৃশ্য পরিচালনায়, অভিনয় কলায়, মঞ্চনির্মিতিতে ত্রিতীর্থ দেবীগর্জন থেকে নুতন নুতন নাট্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। ''প্রভঞ্জনের চরিত্র নির্মাণে এবং সমগ্র নাটকের উপস্থাপনায় নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নির্দ্বিধ আত্ম বিশাসীর ভূমিকায়। ভাবতে ভাল লাগে, এদেশে এখনো কোথাও কোন নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের শিল্পবোধের অহং এর চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদা দেন গ্রহীতার ভাবনাকে। দর্শকের ভাবনার স্তরকে বুঝে নিয়ে শিল্পের অন্বয় খোঁজেন তন্নিষ্ঠ সাধনায়.. দেবীগর্জন যে এমন একটা সংহত কাঠামো পেয়েছে তার মৌলশক্তি অবশ্যই ছোটবড় বিবিধ চরিত্রের শিল্পীরা''।[৮]

নাটক-বল্লভপুরের রূপকথা

রচনা	-	বাদল সরকার
পরিচালনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	৮/৮/১৯৭৬
আবহসঙ্গীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আবহসঙ্গীত প্রক্ষেপণ	-	রঞ্জিত দে
মঞ্চ	-	অবিনাশ দত্ত
মঞ্চ সহকারী	-	বিশ্বনাথ মহান্ত, উদয় দাস, কমল দাস, বিশ্বনাথ দত্ত
আলো	-	পরেশ সমাজদার
আহার্যিক	-	অর্ধেন্দু সরকার, গৌতম সেন,
রূপসজ্জা	-	বিনয় ভূষণ পাল, শুভ্রাংশু মৈত্র
মোট অভিনয় রজনী	-	২৮

চরিত্রলিপি

ভূপতি	-	কাঞ্চন মুখার্জ্জী
সঞ্জীব	-	রানা রায়
সাহা	-	কানাই দত্ত
শ্রীনাথ	-	যতীন ভৌমিক
পবন	-	সুধন ভট্টাচার্য
মনোহর	-	ধীরেন ঘোষ
হালদার	-	প্রভাস সমাজদার
স্বপ্না	-	পুষ্প সমাজদার
ছন্দা	-	সুবর্ণা ভট্টাচার্য
চৌধুরী	-	অবিনাশ দত্ত

নাটক-গ্যালেলিও

রচনা	-	বের্টোল্ট ব্রেখট
অনুবাদক	-	নীহার ভট্টাচার্য ও সুভাষ চট্টোপাধ্যায়
পরিচালক ও আবহসঙ্গী	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	১৯৭৮, ২৭শে সেপ্টেম্বর

দৃশ্য, স্লাইড, পোষাক

ও রূপ সজ্জা পরিকল্পনা	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
দৃশ্য ও পোষ্ট নির্মাণ	-	অবিনাশ দত্ত, গৌতম সেনগুপ্ত, তিনু ব্যানার্জী, কমল দাস, যোগেশ ঘোষ (দর্জি)
সুর সংযোজন	-	পুলক সেনগুপ্ত
আবহসংগীত নিয়ন্ত্রণ	-	রণজিৎ দে
রূপসজ্জা	-	নালু পাল, কাশীনাথ ঘোষাল, শুভ্রাংশু মৈত্র
আলো	-	সুনির্মল সরকার, পরেশ সমাজদার, বিকাশ কর্মাকার
প্রেক্ষাগৃহ ব্যবস্থাপনা	-	সুধীর সরকার, মমতা চ্যাটার্জী, পাকু চ্যাটার্জী, পূরবী ঘোষ
কোরাস	-	পুলক সেন গৌতম বিশ্বাস অরূপ নন্দী বিভূতোষ ব্রহ্ম সমীর চৌধুরী সুবাস সরকার গৌতম চক্রবর্তী স্মৃতিকণা দাস

<u>চরিত্র লিপি</u>

গ্যালেলিও	-	শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
কিউরেটর	-	কানাই দত্ত
স্যাগরাডো	-	কাঞ্চন মুখার্জী
ছোট আন্দ্রেয়া	-	আকাশনীল চট্টোপাধ্যায়
বড় আন্দ্রেয়া	-	তিনু ব্যানার্জী
জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ	-	গৌর ব্যানার্জী
লুজেভিকো	-	গৌতম সেনগুপ্ত
ফুলগান্জেও	-	সাধন মজুমদার

ফ্রেভারজোনি	-	রতন ঘোষ
বার্বেরিনি	-	সুভাষ চট্টোপাধ্যায়
বেলার মিন্	-	ছানা গুহ
ক্রীস্টোফার ক্লাডিউস	-	অবিনাশ দত্ত
অঙ্ক শাস্ত্রবিদ	-	প্রভাস সমাজদার
দার্শনিক	-	জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়
ডগে	-	স্বপন রায়
ভান্নি	-	বাবলু রায়
ছোট কসমো	-	পিনাকী তালুকদার
বড় কসমো	-	অরুণেশ ব্যানার্জী
সেনার মিঙ্কো	-	উদয় দাস
ঘোষক	-	উদয় দাস
কার্ডিনানোর ক্লার্ক	-	যতীন ভৌমিক
		দেবাশীষ বিশ্বাস
কসমোর পারিষদ	-	উদয় দাস
কার্ডিনাম ইন লুইনিটর	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
সার্তি	-	চয়নিকা গুহ রায়
ভার্জিনিয়া	-	মৌমিতা সমাজদার
ঐ মেয়ে	-	অশ্রুকণা দেব
গায়ক	-	সুবাস গুহরায়
গায়িকা	-	তাপসী ভৌমিক

এছাড়াও ছিলেন সঙ্ক ১০ জন এবং সেন্সার দৃশ্যে ২৪ জন চিরত্র।

ব্রেখটের 'গ্যালিলেও' নাটকটি পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থা মঞ্চস্থ করে। 'গ্যালিলেও' প্রথম অভিনয় হয় ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। ১৯৭৮ সালে ম্যাক্সমুলার ভবন (কলকাতা) নাটককার বের্টোল্ট ব্রেখটের আশি বছর পূর্তি উৎসব ত্রিতীর্থকে 'গ্যালিলেও' নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং এই নাটকের প্রযোজনার ব্যায়ও ম্যাক্সমুলার ভবন বহন করেন। ত্রিতীর্থ তার নিজস্ব মঞ্চে ১৯৭৮ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর অভিনয় করে। ৩০ শে সেপ্টেম্বর কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের ব্যবস্থাপনায় 'গ্যালিলেও' অভিনয় করবে বলে ঠিক ছিল কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গে বিধ্বংসী বন্যার ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে সে সময় ত্রিতীর্থ কোনো মতেই মঞ্চস্থ করতে পারেনি। ''নানা বাধা বিপত্তির জন্য আমরা 'গ্যালিলেও' নাটকটি

কলকাতার দর্শকের সামনে ১৯৮২-র আগে দেখাতে পারিনি। কিন্তু আমরা বালুরঘাটে আমাদের নিজস্ব মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেছি এর মধ্যে কলকাতারও দুটি দল ব্রেশটের গ্যালিলেও মঞ্চস্থ করে। কিন্তু ত্রিতীর্থ তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে সর্বপ্রথম গ্যালিলেও মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব সঙ্গত কারণেই দাবি করতে পারে''[৯]।

'গ্যালিলেও' এর অভিনয় প্রসঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন- ''১৯৭৮ এর সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতার গ্যালিলেও মঞ্চস্থ করার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং অভিনয়ের তারিখ প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বন্যা পরিস্থিতির জন্যে আমরা যাত্রা স্থগিত রাখতে বাধ্য হই। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে কোলকাতার বিদ্যামন্দিরের কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে আমাদের কোলকাতা যাওয়ার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও সম্ভব হয়নি। অথচ এই সত্যটি কোলকাতার কোন সংবাদ পত্র বা সেখানকার যে সব বিখ্যাত নাট্য সংস্থা আমাদের বহু পরে 'গ্যলিলেও গ্যালিলে' মঞ্চস্থ করেছেন, তাঁরা কেউ স্বীকার করেননি ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সর্বপ্রথম ব্রেশটের গ্যালিলেও প্রযোজনার কৃতিত্বের দাবী থেকে ত্রিতীর্থ অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হয়েছে।''[১০] তবে ব্রেশটের গ্যালিলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও মঞ্চস্থ করেছে ত্রিতীর্থে পূর্বে। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে ত্রিতীর্থের পূর্বে আর কোন সংস্থা করেনি। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ''একমাত্র লোক যে অঞ্জন দত্ত এই সেদিন যখন গ্যালিলিও করল সবচেয়ে আগে আমাকে নিমন্ত্রণ করে টেলিফোন করে বলেছিলেন-'You are the first man who did Gallilio' অঞ্জন এসেছিলে তখন। অঞ্জন বিখ্যাত, অঞ্জন এখানে গ্যালিলেও দেখতে এসেছিল।''[১১]

ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থায় যে প্রথম 'গ্যালিলেও অভিনয় করে তার সপক্ষে পাওয়া যায়-''আমরা জানি ১৯৭৭ সালে বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ গোষ্ঠী কাহারও অনুপ্রেরণায় ব্রেখটের গ্যালিলেও গ্যালিলেই মঞ্চস্থ করার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, এবং ১৯৭৮ সাল থেকে স্থানীয় গোবিন্দ অঙ্গনে সেই নাটকটি তাঁহারা প্রায়শ অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। ৭৭ সালেই শোনা গিয়েছিল, থিয়েটার ইউনিটও নাকি এই নাটকটি করিবার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পাইয়াছেন। সম্ভবত বছর সাতেক আগে বহুরূপী দলেও এই রকম একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু আচার্য শম্ভু মিত্র নাকি এ ব্যাপারে উৎসাহিত না হওয়ার জন্য এই প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।''[১২]

''ব্রেশটের গ্যালিলিও গালিলেই সবার আগে ত্রিতীর্থই মঞ্চায়িত করে। পিরিয়ড প্রোডাকশান এটি।''[১৩]

বের্টোল্ট ব্রেখটের 'লাইফ অব গ্যালিলিও' অবলম্বনে যতগুলি নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ-

১. গ্যালিলিও গ্যালিলেই

অনুবাদক	-	ঋত্বিক ঘটক,
নির্দেশক	-	ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়,
প্রযোজনা	-	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি,
সময়	-	৪.২.১৯৬৫।

২. গ্যালিলেও

অনুবাদক	-	নীহার ভট্টাচার্য ও সুভাস চট্টোপাধ্যায়
নির্দেশক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা	-	ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা (বালুরঘাট)
সময়	-	২৭.৯.১৯৭৮

৩.গ্যালিলেও

অনুবাদক	-	কুমার রায়
নিদের্শক	-	কুমার রায়
প্রযোজনা	-	বহুরূপী
সময়	-	১২.১০.১৯৮০

৪. গ্যালিলেওর জীবন

অনুবাদক	-	মোহিত চট্টোপাধ্যায়
নির্দেশক	-	ফ্রিৎস বেনেভিৎস
প্রযোজনা	-	কলকাতা নাট্যকেন্দ্র
সময়	-	১৮.১১.১৯৮০

৫. গ্যালিলেও

অনুবাদক	-	প্রবীর দত্ত
নির্দেশক	-	নিমু ভৌমিক
প্রযোজনা	-	প্রবাসী নাট্য সংস্থা (বোকারো ঝাড়খন্ড)
সময়	-	৩.১০.১৯৯২

'গ্যালিলেও' নাটকটি যে ত্রিতীর্থই প্রথম প্রযোজনা (গ্রুপ থিয়েটার হিসেব) করেছে তাই নয় কলকাতায় ১৯৮২, ২১-২৫শে সেপ্টেম্বর বিদ্যামন্দিরে অভিনয়ের পর হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর পরিচালন ক্ষমতা, অভিনয় দক্ষতা ও ত্রিতীর্থ টিমের ঐক্যবদ্ধ অভিনয় প্রতিভা চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। কারণ নাটকটিতে মোট ৭৫জন মানুষ ছিল। ''নাটকটি পরিপূর্ণ ভাবে অভিনীত হয়েছে

ব্রেসটর নিজস্ব চিন্তাধারায় বা তাঁর রীতি নীতি ও স্কুলের শিক্ষায় যাকে বলা হয় ব্রেসটীয় চিন্তাধারা। এপ্রলিনিয়েশন যার প্রধান উপজীব্য, পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যুব নিষ্ঠার ও যত্নের সাথে তা পালন করেছেন। বিশেষ করে যখন গ্যালিলেও তাঁর মতবাদ প্রত্যাহার করেছেন তার প্রাকমুহূর্তে শিষ্যগণ যে ভাবে নাটকটিকে একটি চরম মুহূর্ত প্রায় তৈরী করে ফেলছিলেন ঠিক সেই জায়গায় জাম্পকাট আলো ব্যবহার করে ব্রেসটর চিন্তা ধারার সঠিক মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন পরিচালক। পরিচালক গ্যালিলেওর অভিনয় করেছেন সুন্দরের মধ্য দিয়ে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর অভিনয়ে।'' [১৪]

"What is most commendable about Triteertha's production of Bertalt Brecht's Galelio Galilio, sponsored by Max Muller Bhavan and Seagull Eupire at Gyan Manch, is the dexterity with which director Harimadhab Mookherjee edits the original lengthy and complicated script without only discernible disadvantage or discontunity........

Harimadhab Mookherjee's Galileo is immensely live human and complex- a superlative performance, To have his audience enraptured in the final monologue with a total lack of theatricality is a measure of his excellence. Kali Mujumder presents a dignified sophisticated Barberini.... Sanjeeb Bagchi as the Young Andrea turns in a Surprisingly good performance."[15]

".... few directors in calcutta today can match his ability to compress the play into a lenght appropriate to its audience without loosing essential elements or so carefully thought out a mixture.

... with the exception of Kali Majumder's Barberini the large cast provides little support to Mr. Mukherjee's Magnificent thoroughly unseen- timental Galileo."[16]

''ইতিপূর্বে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে দুটি ভিন্ন সংস্থার প্রযোজনায় ব্রেশটের গ্যালিলিও কাহিনী মঞ্চস্থ হয়েছে। ত্রিতীর্থের গ্যালিলিও গ্যালিলে পূর্ববর্তী দুটি প্রযোজনার চেয়ে বহুলাংশে স্বতন্ত্র ও মৌলিক।''[১৭]

<u>নাটক- ক্ষুরস্যধারা</u>

মূল নাটক	-	এ্যালবেয়ার কামুর, 'জাস্ট'।
অনুবাদক	-	সুভাষ চট্টোপাধ্যায়
সময়	-	৪.১০.১৯৭৯

পরিচালনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আবহসঙ্গীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
যন্ত্রশিল্পী	-	পুলক নিয়োগী, কান্তি চক্রবর্তী বিভুতোষ ব্রহ্ম, দুর্গা সাহা
আবহসঙ্গীত নিয়ন্ত্রণ	-	শুভ্রাংশু মৈত্র, সহকারী- উদয় দাস, বিশ্বনাথ মহন্ত, বিশ্বনাথ দত্ত, সুনীল মহান্ত, বিকাশ দাস, গৌতম সেন, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম রায়, অবিনাশ দত্ত।
আহার্যিক	-	গৌতম সেন
পোষাক পরিকল্পনা	-	অবিনাশ দত্ত
রূপসজ্জা	-	নালু পাল, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আলো নিয়ন্ত্রণ	-	বিকাশ কর্মকার
সহকারী	-	সঞ্জয় ঘোষ, প্রশান্ত সরকার
গৃহ নিয়ন্ত্রন	-	সুধীর সরকার, বিশ্বনাথ মহন্ত, স্বপন রায়, স্বপন মজুমদার, যতীন ভৌমিক, বেনু দত্ত, অবিনাশ দত্ত, অর্ধেন্দু সরকার

চরিত্রঃ

শেখর দা	-	কানাই দত্ত
তপন	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
নির্মল	-	তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভৈরব	-	উদয় দাস
রতিকান্ত	-	গৌতম সেন
ভুবন	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
পুলিশ কনস্টেবল	-	রাম রায়
শান্তি	-	স্মৃতিকণা দাস
কমিশনারের স্ত্রী (মিসেস গর্ডন)	-	মধুমিতা সরকার

নাটক-জল

মূল নাটক - মহাশ্বেতা দেবী

সংশোধন-সংযোজন-

পরিবর্ধন	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৪.০২.১৯৮০
সঙ্গীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	শুভ্রাংশু মৈত্র, অবিনাশ দত্ত
মঞ্চ রূপায়ন	-	উদয় দাস, বিশ্বনাথ মহান্ত, বিশ্বনাথ দত্ত, বিকাশ দাস, সুনীল মহান্ত, বিদ্যুৎ মহান্ত, মানব গুহ রায়
রূপসজ্জা	-	নালু পাল, শুভ্রাংশু মৈত্র, সুরঞ্জন দাস
আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আবহসঙ্গীত নিয়ন্ত্রণ	-	রঞ্জিত দে, গৌতম সেন
সুর	-	পুলক সেনগুপ্ত
নৃত্য পরিকল্পনা	-	স্মৃতিকণা দাস
আলোকসম্পাত	-	বিকাশ কর্মকার
সহকারী	-	খোকন ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ দত্ত
মোট অভিনয় রজনী	-	৪৭

চরিত্রলিপিঃ

মঘাই ডোম	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
ধুরা	-	তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষ পুজারী	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
জিতেন মাস্টার	-	সুভাষ চট্টোপাধ্যায়
এস.ডি.ও	-	কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়
পাতন	-	যতীন ভৌমিক
অতন	-	অর্দ্ধেন্দু সরকার
পারশ	-	কমল দাস
ফুলমনি	-	চয়নিকা গুহ রায়
সোনা	-	মানসী ভৌমিক
পাখি	-	কেকা ভট্টাচার্য/মিলন সরকার
জামাই	-	সুবাস সরকার
নক্‌শাল যুবক	-	রানা রায়, রতন ঘোষ এবং বিশ্বনাথ দত্ত
সরকারী অফিসার	-	সুনির্মল সরকার, উদয় দাস
পুলিশ অফিসার	-	স্বপন রায়

পুলিশ	-	বিশ্বনাথ দত্ত, মন্টু হালদার, রতন নাগ, দুর্গা সাহা,পরেশ সমাজদার, প্রশান্ত সরকার, স্বপন মজুমদার, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্ণহিন্দু	-	কানাই দত্ত, বেনু দত্ত, ধ্রুবজ্যোতি রায়, জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়, সুধন ভট্টাচার্য, বেনু মুন্সী, নালু পাল, শুভ্রাংশু মৈত্র, অরুণ বাগচী
গ্রাম বাসী	-	বিকাশ দাস, সমীর চৌধুরী, সুনীল মহান্ত, বিদ্যুৎ মহান্ত, শঙ্কর মালী, সত্য মালী, মানব গুহরায়, ভূদেব দত্ত, গৌর দাস, সঞ্জয় ঘোষ
গ্রামের মেয়েরা	-	স্মৃতিকণা দাস, তাপসী ভৌমিক, দীপ্তি সাহা, অনিমা ব্যানার্জী, অশ্রুকণা দেব, মলি সরকার
বাচ্চা ছেলেরা	-	শুভ ভট্টাচার্য, তুষার দত্ত, বিধান পাল
বাচ্চা মেয়ে	-	সুমনা গুহ রায়

'জল' নাটকের অভিনয় দেখার পর দর্শকের প্রতিক্রিয়া - ''আমরা হল থেকে বেড়িয়ে আসি একটা চাপা বেদনা বুক নিয়ে। নাটকের গতি জলের মতই তরতর করে এগিয়ে চলে। মাঝে মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য একঘেয়েমির পাথরে থাক্কা খায়। সেও খুব সামান্য। তাছাড়া মঞ্চ সফল নাটক।

মঞ্চ সাজানো মুন্সিয়ানা লক্ষনীয়। 'সাজেশটিভ সেট' সাজিয়ে ত্রিতীর্থ গ্রুপ থিয়েটারকে কি ভাবে অল্প পয়সায় মঞ্চ সাজানো যায় তা জানিয়ে দিল। তবে যেখানে জলের জন্য হাহাকার তখন পাহাড়ে ঘেরা টলটলে জলের অবস্থান বড় বেশী বেমানান। পীড়া দায়ক। আলোর ব্যবহার সুন্দর ...... সঙ্গীতের কোনো স্থান কাল নাই। তাই আমরা দেখতে পেলাম গ্রামের নাটকেও ট্রাডিশনাল 'বাঁশী' 'বেহালা'র সুর ছাড়াও যে পাশ্চাত্য সংগীতের সুর সুপ্রযোজ্য হয় এ নাটকে তার প্রমাণ। আবহসংগীত ভারী সুন্দর। কয়েকটি গান আছে ভালো লাগে।''[১৮]

বালুরঘাট বার্তায় সুভাষ চন্দ্র কর্মকার বলেছেন-''জল একটি সমস্যাবহুল

নাটক। এতে গ্রাম বাংলার নীচু তলার মানুষের জীবন ও তাদের সাধারণ সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। জল দেশের একটি সার্বিক সমস্যা। স্থান বিশেষে এ সমস্যা যে এত বেদনারূপ ধারণ করে তারই একটি নিঁখুত চিত্রতুলে ধরা হয়েছে- এ নাটকে। এছাড়া গ্রামের সর্বসাধারণ মানুষকে সুবিধাবাদী ও ধুরন্দর শ্রেণীর মানুষ কিভাবে এদের বঞ্চনা করে এরও সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। এক কথায় এই নাটকের কাহিনি গ্রহণযোগ্য ও এতে মানবিক আবেদন আছে। ত্রিতীর্থের নিরলস অভিনয় কৌশল নাটকের বক্তব্য সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।”[১৯]

আবার তিনি নাটকের পরিণামের ক্ষেত্রে সুন্দর অভিমত দিয়েছেন “‘জল’ একটি সমস্যাবহুল নাটক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তার সমাধানের কোনো পথ নির্দ্দেশিকা নেই- নেই কোন আলোর ইঙ্গিত। সন্তোষ বাবুরা চিরকাল মানুষকে বঞ্চনা করবে- এভাবে সমাজ চলতে পারে না। গণশক্তির কাছে তাদের পরাভাব স্বীকার করতে হবেই- এ চির সত্যটি সামনে রেখে নাটকের পরিসমাপ্তি হলে দর্শক মনে কিন্তু ভাব দূর হবে এবং নাটকটি সুন্দর ও সার্থক হবে বলে আমার মনে হয়।”[২০]

‘জল’ নাটকের অভিনেতাদের সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকায় শোনা যায়----“ The thoroughly unromanticized treatment of the intricate plot by director Harimadhab Mookherjee helps focus attention on the miscarriage of justice. Mr. Mookherjee makes excellent use of the stage and deftly handles a massive cast.

Harimadhab Mookherjee gives yet another memorable performance as the God fearing simple Moghai Dom, Nirmalendu Talukder presents a very suave conniving and crooked Santosh Pujari. Subhash Chatterjee as the unassuming honest Jiten Master is very impressive, Tinu Benerjee as the excitable young son of Moghai Dom is Convincing, Though Chayanika Guha Roy as Phulmoni is somewhat over dramatic at times. Jatin Bhowmik as the old villages paton is the best of minor characters”[২১]

নাটকের গল্পে যে ভগীরথের আর্কেটাইপ ব্যবহার করা হয়েছে, অভিনয়ের মোচড়ে সেইটিই হয়ে উঠেছে নাটকীয় সংঘাতের হাতিহার। যে ফসল ফলায় সে পায় না, মানুষের সংগ্রামকে এতটুকু অসম্মান না করে নাটকে শেষ পর্যন্ত এই সত্যটুকু বেঁচে থেকেছে।

নাটক-তুঘলক

মূল নাটক	-	গিরিশ কারনাভ
অনুবাদ	-	চিত্তরঞ্জন ঘোষ
পরিচালনা	-	শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	১৬.৭.১৯৮২
আবহ সঙ্গীত পরিকল্পনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আবহসঙ্গীত প্রক্ষেপণ	-	তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	শুভ্রাংশু মৈত্র, অবিনাশ দত্ত
মঞ্চ সজ্জা সহকারী	-	বিকাশ দাস, বিশ্বনাথ মহান্ত, নিখিল পাল, বিশ্বনাথ দত্ত
পোষাক পরিকল্পনা	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
পোষাক নির্মাণ	-	গৌতম সেন, শুভ্রাংশু মৈত্র, খোকা
আলো	-	পরেশ মজুমদার, খোকন মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত সরকার
অভিনয় রজনী	-	১১

চরিত্রলিপি

তুঘলক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
বরণী	-	কানাই দত্ত
নজীব	-	সুভাষ চট্টোপাধ্যায়
আজীজ	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
আজম	-	পুলক সেন
রতন সিং	-	গৌতম সেন
শাহারুদ্দিন	-	স্বপন রায়
শেখ ইমামুদ্দিন	-	কালী মজুমদার
শেখ সামসউদ্দিন	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
গিয়াসুদ্দিন আব্বাসিদ	-	জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়
তছিরুদ্দিন	-	অবিনাশ দত্ত
পেশাধারী কোরাণ পাঠক	-	সুজিত মুন্সী
কাজী	-	শ্রীভূদেব দত্ত

তাছিরুদ্দিনের পরিবার	-	শুভ ভট্টাচার্য, সুমনা গুহরায়, গৌরদাস, কানু দাস
ঘোষক	-	গোপাল ব্যানার্জী
সৎমা	-	শ্রীমতি রত্না সেন
হিন্দু মহিলা	-	লক্ষ্মী রায়

এছাড়াও আমির ৭জন, মুসলমান সৈন ৬জন, নাগরিক ১০জন, হিন্দু সৈন্য ৪জন ছিলেন।

নাটক-দেবাংশী

মূল কাহিনি	-	অভিজিৎ সেন
নাট্যরূপ	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	১৩.১১.১৯৮৩
আবহ সঙ্গীত প্রক্ষেপণ	-	রণজিৎ দে
আবহ সঙ্গীত (কণ্ঠদান)	-	প্রভাস চন্দ্র দেবনাথ, নন্দন দেবনাথ, রাজেন্দ্র দেবনাথ
বাঁশী, দোতরা ও সানাই	-	অমূল্য মালী
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	শুভ্রাংশু মৈত্র ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
মঞ্চ নির্মাণ	-	বিশ্বনাথ দত্ত, বিকাশ দাস, নিখিল পাল
পোষাক ও উপকরণ	-	কমল দাস
রূপসজ্জা	-	নালু পাল, বিশ্বনাথ দত্ত
মোট অভিনয় রজনী	-	১০০

চরিত্রলিপি

দেবাংশী (ছোট)	-	কানু দাস
দেবাংশী (বড়ো)	-	তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
বিরাম গুনমান	-	সুদন ভট্টাচার্য
সামসের গুনমান	-	হারাণ মজুমদার
বিরামের প্রথম চ্যালা	-	গৌতম সেন
বিরামের দ্বিতীয় চ্যালা	-	অর্ধেন্দু সরকার
সামসেরের প্রথম চ্যালা	-	রঞ্জন দত্ত

সামসেরের দ্বিতীয় চ্যালা	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
বিমান (সাংবাদিক)	-	গোপাল ব্যানার্জী
সেতু	-	জীবন কানাই মুখার্জী
দেবেন মন্ডল	-	হরিমাধব মুখার্জী
গিদন	-	মানব গুহরায়
নগনা	-	বেনু দত্ত
চৈতা	-	বিকাশ কর্মকার
বনমালী	-	অর্ধেন্দু সরকার
বুড়ো গ্রামবাসী(১)	-	কমল দাস
বুড়ো গ্রামবাসী (২)	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
রঘু মন্ডল	-	যতীন ভৌমিক
সুখেন	-	অরুণ বাগচী
সুখেনের ছেলে	-	শুভ ভট্টাচার্য
গোষ্ঠ	-	ভাস্কর মজুমদার
বৈজা	-	বিকাশ দাস
জগদীশ	-	নিখিল পাল
জাফর	-	রাণা রায়
পঞ্চাদা	-	রঞ্জন দত্ত
রুহিনী সরকার	-	গৌতম সেন
অনাথ মালাকার	-	বিদ্যুৎ মহন্ত
বিনোদ	-	হরিমোহন কুন্ডু
ঢোল বাদক	-	শংকর মালী
কাঁশী বাদক	-	জগন্নাথ দত্ত
মোক্ষদা	-	তাপসী ভৌমিক
সুশীলা	-	মানসী ভৌমিক
কৌশল্যা	-	উজ্জলা রায়
দেবেনের বউ	-	লক্ষ্মী রায়
একজন বাচ্চা ছেলে	-	রাজু বিশ্বাস
নুলো লোকটি	-	নালু পাল
মহিলা	-	মাতন ভট্টাচার্য
পিসি	-	দীপ্তি সাহা

গ্রামবাসী (পুরুষগণ)	-	বিশ্বনাথ দত্ত, নালু পাল, সমীর চৌধুরী, বিধান পাল, দুর্গা সাহা, সুনীল মহন্ত, দেবপ্রিয় সমাজদার, ভূদেব দত্ত, অমূল্য মালী, অর্কশংকর বিশ্বাস, রাণা রায়, বিদ্যুৎ মহন্ত, নিখিল পাল, শংকর মালী,
গ্রামবাসী (মহিলাগণ)	-	দীপ্তি সাহা, তনুশ্রী সরকার, অনিমা ব্যানার্জী, মুনমুন বসাক, মিতা সেন, পাপিয়া চ্যাটার্জী, লক্ষ্মী রায়

দূরদর্শনে প্রচার- ১৯.০১.১৯৯৫ এবং ২০.০১.১৯৯৫ এই দুই দিন কলকাতা দূরদর্শন 'দেবাংশী' নাটকের চিত্রগ্রহণ করে তাদের গল্ফগ্রীণ স্থিত স্টুডিওতে। প্রায় আট মাস পর ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে 'ডি-ডি-৭' এ রাত ন'টায় 'দেবাংশী' নাটক সম্পসারিত হয়।

পুরস্কার প্রাপ্তি

১. পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শেষ্ঠ প্রযোজনা হিসাবে 'দেবাংশী' নাটকের পুরস্কার প্রাপ্তি।

২. 'দেবাংশী' নাটকের মুখ্য চরিত্র (দেবাংশী) অভিনয়ের জন্য তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় দিশারী পুরস্কার পান ১৯৮৮।

দেবাংশী অভিনয়ের পরে বিভিন্ন পত্রিকায় ত্রিতীর্থের প্রযোজনা সম্পর্কে সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ভালো মন্দ-মিশ্রিত সমালোচনা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়- 'আজকাল' সংবাদ পত্রের সমালোচনার পাতায় দেবাশিস দাশগুপ্ত লিখলেন-''কলকাতার বাইরে অনেকেরই অনুযোগ, কলকাতার কাছে তাঁরা ব্রাত্য। আসলে মফস্বলের কবিতা, নাটক, উপন্যাস আলাদা কিছু হতে পারে না। সার্থক শিল্পকে সকলে চিনে নেবেই। .. ত্রিতীর্থ কোনো ভাবেই কলকাতার ধারায় চলেন না তাই অচেনা ভাষাও কলকাতার লোক শিখে নেয়- এই সর্বত্রগামী হওয়াটাই শিল্পের বড় কথা। এখানেও ডায়ালেক্টে নাটক হয়। কিন্তু কোথায় যেন শহুরে পালিশ। এখানেও জোতদার থাকে, তবে সবই যেন পোটোপাড়া থেকে ছাঁচে বানানো, এখানে শোষণ প্রতিবাদ থাকে, তবে সবাই

যেন এক নোটবই থেকেই মুখস্থ করে পরীক্ষা দেন- ত্রিতীর্থ অন্যরকম, তাই কলকাতাও সাগ্রহী।"[২২]

" একটি কম্পোজিট সেটে নাটকটি একটানা অভিনীত হয়ে চলে। মঞ্চ পরিকল্পনায় একটি গলদের জন্য দৃশ্যান্তর গমন বেশ বাধাগ্রস্থ হয়েছে- দর্শকের যুক্তিবৃত্তি থমকে দাঁড়িয়েছে। গলদটি এসেছে রিয়ালিস্টিক পরিকল্পনার কম্পোজিট সেট গড়ে তুলতে গিয়েই। .... অভিনয়ে ত্রিতীর্থের দলগত মান বেশ উন্নত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকা পালনে বেশ নিষ্ঠাবান। ... আবহ কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবেশ ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আন্তর অনুপ্রেরণার প্রতিষ্ঠায় বেশ সফল। .... তবে ত্রিতীর্থের সবচেয়ে বড় দিক প্রযোজনার স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য যা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে আশা করি।"[২৩]

"Mr. Harimadhab Mukhopadhyay has shown his wonderfull skill in assimilating the delails of the story to enrich the drama. The sequences are planned and devolop in such a way that the different thematic facades can be clearly displayed.

Debangsi conversation with his wife Mokshada speaks of his deep mental struggle born of his initial isolation. The director had creditably built up the suggestive moments where Debangsi is going to give up his charisma as a godman to share the weals and woe of the conmoners and to back their justified struggle for a healthy existence"[24]

'দেশ' পত্রিকায় জানা গেল-"নাটকের সংলাপ আঞ্চলিক কিন্তু কাহিনি নয়, নাটকের সিন টু সিন সিনেমাটিক বিন্যাশ (চিত্রনাট্যের মতই) কম করেও ৪৩টি মানুষের মিছিলকে আশ্চর্য ক্ষমতায় এনে তাদের দিয়ে স্বচ্ছন্দ অভিনয় করিয়ে নেওয়া, তুচ্ছ ঘটনা, তুচ্ছ সংলাপ, সামান্য আয়োজন দিয়ে একটা নাটকের গল্পের একটু একটু করে পাপড়ি খোলা দু'ঘন্টা ধরে হতবাক হয়ে দেখতে হয়।"[২৫]

কতকগুলি বিশেষ মুহূর্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করে-"রেগে গিয়ে মাদুলি খুলে ফেললো দেবেন, পর মুহূর্ত গলায় ঢুকিয়ে দিলে ত্রাসে। কিংবা মেয়েকে খুঁজতে গেল সেতু, ফিরলো হতাশ হয়ে আর সুশীলা ফিরে এলো প্রায় শেষ রাতে কাঁদতে

কাঁদতে। সিনেমার মেজাজ এসে গিয়েছিল এই ক'টি নির্বাক মুহূর্তে। ব্যতিক্রমী প্রযোজনা, মৌলিক নাট্যচিন্তা।''[২৬]

নাটক-বিছন

মূল কাহিনি	-	মহাশ্বেতা দেবী
হিন্দি নাট্যরূপ, সংগীত পরিকল্পনা ও নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
মঞ্চ নির্মাণ	-	শুভ্রাংশু মৈত্র ও বিশ্বনাথ দত্ত
নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক	-	অবিনাশ দত্ত
সুর সংযোজন	-	পুলক সেনগুপ্ত
কণ্ঠদান	-	পুলক সেনগুপ্ত, মুনমুন বসাক, কমল দাস
পোষাক ও উপকরণ	-	হারাণ মজুমদার
রূপসজ্জা	-	নালু পাল, বিশ্বনাথ মহান্ত
সময়	-	২৩.১১.১৯৮৫
মোট অভিনয় রজনী	-	৩৫

চরিত্রলিপি

দুলন	-	কমল দাস
লছমন সিং	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
দেওতার সিং	-	স্বপন রায়
জগতার	-	ভাস্কর মজুমদার
লটবর	-	সুধন ভট্টাচার্য
করণ	-	রানা রায়
ধাতুয়া	-	মিলন চৌধুরী
লাটুয়া	-	বিশ্বনাথ দত্ত
যমনা	-	হারাণ মজুমদার
কালুয়া	-	বিকাশ দাস
পাহান	-	যতীন ভৌমিক
করমী	-	অর্ধেন্দু সরকার
বুলাকী	-	সুনীল মহন্ত
অমর	-	গৌতম সেন

অমরের চ্যালা	-	শংকর মালী
মদনলাল	-	বিশ্বনাথ মহান্ত
সবরলাল	-	বেনু দত্ত
লছমনের লাঠিয়াল	-	মন্টু হালদার, হরিমোহন কুন্ডু, সুজিত মুন্সী
দারোগা	-	ভূদেব দত্ত
পুলিশ	-	মন্টু হালদার, বিধান পাল
সাংবাদিক	-	উজ্জ্বলা রায়, গোপাল ব্যানার্জী
গ্রামের মহিলা	-	লক্ষ্মী রায়
বাসনী	-	অনিমা ব্যানার্জ্জী
ধাতুয়ার বউ	-	মানসী ভৌমিক

পুরস্কার প্রাপ্তিঃ

১. পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রাজ্য নাট্যোৎসব গিরিশ মঞ্চে (কলকাতা) 'বিছন' নাটকের অভিনয় এবং বিশিষ্ট অভিনেতা হিসেবে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর পুরস্কার প্রাপ্তি, ১১ জানুয়ারী ১৯৮৭।

২. 'বিছন' নাটকের জন্য 'উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ' পত্রিকাগোষ্ঠী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে কমল দাস (দুলন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য) এর পুরস্কার প্রাপ্তি , ১৯৯৩।

''ত্রিতীর্থ কর্তৃক মঞ্চস্থ হিন্দি নাটক 'বিছন' স্বল্প আয়োজনে নুন্যতম মঞ্চসজ্জায়, পরিচালনায় এবং অভিনয়ে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছে তা দর্শকদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে।''[২৭] ত্রিতীর্থের অভিনেতাদের অভিনয় দক্ষতা সর্বজন বিদিত। 'বিছন' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বর্তমানে প্রকাশিত হল- ''ত্রিতীর্থের টিম নি:সন্দেহে যে কোন নাট্যদলের কাছে ইর্ষার বস্তু। মূল চরিত্র গুলিতো বটেই সেই সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মঞ্চে এসেও কোন কোন অভিনেতা বুঝিয়ে দেয় কাকে বলে অভিনয়। কারো কারো অভিনয় ডিটেলের কাজ ফিল্মের সঙ্গে তুলনীয়। নাটক দেখতে দেখতে কখনো মনে হয়নি হিন্দি সংলাপ শুনছি আলাদা ভাবে।''[২৮]

নাটক-মন্ত্রশক্তি

কাহিনি সূত্র	-	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও যশোদা বর্মন
নাটক, সংগীত ও নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আলো	-	প্রশান্ত সরকার

মঞ্চ	-	শুভ্রাংশু মৈত্র ও বিশ্বনাথ মহান্ত
আবহ নিয়ন্ত্রণ	-	গৌতম চক্রবর্তী
রূপসজ্জা	-	বিশ্বনাথ মহান্ত, নালু পাল
আহার্যিক	-	ভূদেব দত্ত ও কমল দাস
মঞ্চ নির্মাণ	-	অবিনাশ দত্ত, বিশ্বনাথ দত্ত, বিকাশ দাস, উদয় দাস
আলো সহযোগী	-	পিনাকী দাস, গোপাল ব্যানার্জী
সময়	-	৩.৪.১৯৮৮
অভিনয় রজনী	-	২২

<u>চরিত্র লিপি</u>

রসুল	-	মিলন চৌধুরী
দারোগা	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
মুখুটি	-	অর্দ্ধেন্দু সরকার
রজব আলী	-	সুধন ভট্টাচার্য
অমূল্য	-	বেনু দত্ত
নগেন	-	বিশ্বনাথ দত্ত
মাখন	-	বিকাশ কর্মকার
কালী বর্মন, পাগল	-	জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়
হাতেম	-	হরিমোহন কুন্ডু
খালেদ	-	বিকাশ দাস
সিরাজুল	-	উদয় দাস
গজেন	-	শংকর মালী
চৌকিদার	-	যতীন ভৌমিক
পুলিশ	-	মন্টু হালদার
সুধীর অধিকারী	-	ভূদেব দত্ত
ওসমান	-	গৌতম সেন
সুধীন	-	দিলীপ চৌধুরী
নর্তকী (যাত্রা)	-	বিকাশ দাস
বিবেক	-	অমূল্য মালী
প্রম্পটার	-	নালু পাল
জমিদার (যাত্রা)	-	পঙ্কজ বিশ্বাস
চাষী	-	বীরেশ গোস্বামী
আমিনা	-	বন্দনা মজুমদার

যশোদা বর্মন	-	মানসী ভৌমিক
কুসুম	-	দীপ্তি সাহা
কনসার্ট দল (যাত্রা)	-	গোপাল মহন্ত, সুচকু মহন্ত, গোপাল নট্ট, বাদল নট্ট, সন্টু নট্ট,
বদন মাঝী	-	জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়
বিশু	-	দেবপ্রিয় সমাজদার
বিমল	-	প্রণয় মহন্ত
সিরাজ	-	দিলীপ চৌধুরী
দর্শক মেয়েরা	-	রাখী বিশ্বাস, মৈত্রী দে, উজ্জলা রায়, লক্ষ্মী রায়,তনুশ্রী সরকার, সাধু সরকার,

নাটক-অনিকেত

কাহিনি সূত্র	-	আশাপূর্ণা দেবী
নাটক, সংগীত ও নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা	-	ত্রিতীর্থ
সময়	-	২৫.৪.১৯৯০
আলো	-	প্রশান্ত সরকার
মঞ্চ	-	বিশ্বনাথ মহান্ত ও প্রণয় মহন্ত
আবহ প্রক্ষেপণ	-	কমল দাস
রূপসজ্জা	-	বিশ্বনাথ মহান্ত, কমল দাস
কন্ঠ সংগীত	-	পুলক সেনগুপ্ত ও তপতী সেনগুপ্ত
স্তোত্র পাঠ	-	ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
মোট অভিনয় রজনী	-	২৩

চরিত্র লিপি

প্রিয়তোষ সান্যাল	(গৃহকর্তা-মৃত)	
মনোরমা সান্যাল	(গৃহকর্ত্রী)	জয়শ্রী ভট্টাচার্য
রাণা সান্যাল	(ছেলে)	তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
রুচিরা সান্যাল	(মেয়ে)	রাখী বিশ্বাস
অদিতি সান্যাল	(রাণার স্ত্রী)	মৈত্রী দে
সুগত চট্টোপাধ্যায়	(রুচিরা স্বামী)	অরুণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাবান	(রাণার ছেলে-৪বছর)	জয় মুখার্জী

মুন্নি	(রুচিরার মেয়ে-৫বছর)	দেবারতি ভট্টাচার্য
দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়	(প্রিয়তোষের দু:সম্পর্কের পিসতুতো ভাই)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

'অনিকেত' নাটকের কাহিনি একটা বিরাট দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ''মঞ্চায়নে কখনই বিরক্তি উৎপাদন করেনি। ঘরের মধ্যে ঘর এই পরিকল্পনা সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। এখানেই পরিচালকের মুন্সীয়ানা। এই নাটকে আবহ সঙ্গীত একটা বিরাট সম্পদ। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার সময় সঙ্গীত খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে।

দেবুর ভূমিকায় হরিমাধব মুখার্জী বিশেষ কোনো কথা না বলেই বাচন ভঙ্গীর মাধ্যমে তার বক্তব্য দর্শকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সংবেদনশীল অভিনয় চরিত্রটির মানসিকতার বিচিত্র স্তর সুন্দর ভাবে রূপায়িত। এককথায় বলা যায় যে শ্রীমুখার্জী তাঁর মৌলিক সৃষ্টির অবদান রেখেছেন।''[২৯]

'অনিকেত' নাটকের কিছু ত্রুটিও যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল- ''শুরুতে মনোরমার মানসিক অস্থিরতা প্রকাশে কিংবা ছেলেমেয়ের সংকটের তীব্রতা বোঝাতে নাট্যকার-নির্দেশক অনেকটা সময় নিয়েছেন মনে হতে পারে। সম্পাদনা এ ক্ষেত্রে হয়ত প্রয়োজন ছিল, তার বেশী জুরুরী ছিল জোড়ালো অভিনয়। ত্রিতীর্থের অনেকেরই এ সময়ের আড়ষ্টতা নির্দেশককে যথেষ্ট মদত দিতে পারেনি। তাই ঘটনার প্রতি কৌতুহল থাকলেও নাটক বহু সময় ক্লান্তিকর লেগেছ। আর চোখে লেগেছে চরিত্রদের এক ঘেঁয়ে চলাফেরা। দুটো চেয়ার আর দুটো জানালাকে দম দেওয়া পুতুলের মতো ব্যবহার করেছে চার দেওয়ালের বন্দি মানুষগুলো। হিসেব কষে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়েই যে গোলকধাঁধায় পড়েছেন নট-নটীরা, সম্ভবত নির্দেশক সে দিকে নজর রাখেননি। সংলাপের ওপর দখল ও চরিত্রে মিশে গিয়ে যে আত্মবিশ্বাস আসে, তা রপ্ত হলেই অনিকেতের আবেদন আরও মর্মস্পর্শী হবে। তার মাঝেই আধুনিক শিক্ষিত শহুরে ছেলে মেয়েদের মনুষ্যত্ববোধের যে নগ্নচিত্র পাওয়া যায় নাট্যে, তাই বা কম কী।''[৩০]

নাটক-ঠাকুর্দা

কাহিনি সূত্র	-	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নাট্যরূপ	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
সংযোজন পরিচালনা ও আবহ সংগীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

আলো	-	প্রশান্ত সরকার
মঞ্চ	-	বিশ্বনাথ মহান্ত ও প্রণয় মহন্ত
আবহ প্রক্ষেপণ	-	কমল দাস
আহার্যিক	-	মিলন চৌধুরী ও বিকাশ দাস
আলো	-	প্রশান্ত সরকার
সময়	-	২৬.৮.১৯৯০
মোট অভিনয় রজনী	-	২

চরিত্র লিপি

ঠাকুরদা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
উমাপ্রসাদ	-	অশোক ভট্টাচার্য
অমূল্য	-	বিকাশ দাস
শশীশেখর	-	অনিরূদ্ধ চক্রবর্তী
নবীন	-	পিনাকী দাস
সনাতন	-	বিশ্বনাথ দত্ত
অধর বাবু	-	পংকজ বিশ্বাস
ভূ-পতি	-	ভূদেব দত্ত
গণেশ	-	মিলন চৌধুরী
কুসুম	-	রাখী বিস্বাস

আরও দুজন অভিনেতা ছিলেন - সুধন ভট্টাচার্য ও করবী গোস্বামী

নাটক-বিপুলৌষধি

মূল কাহিনি	-	পরশুরাম
নাট্যরূপ	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৬.৮.১৯৯১
আবহ প্রক্ষেপণ	-	বিশ্বনাথ দত্ত
আহার্যিক	-	মিলন চৌধুরী ও শংকর মালী ও হরিমোহন কুন্ডু
আলো	-	প্রশান্ত সরকার

আলো সহকারী	-	শান্তনু গাঙ্গুলী ও পিনাকী দাস
মোট অভিনয় রজনী	-	৭

চরিত্র লিপি

নন্দ	-	অশোক ভট্টাচার্য
কানাইদা	-	রাণা রায়
ষষ্ঠী	-	চৈতন্য সরকার
নিধু	-	দিলীপ চৌধুরী
বংকু	-	অনিরূদ্ধ চক্রবর্তী
যতীন	-	বিকাশ সাহা
মাড়োয়ারী	-	সুব্রত
ড. তরফদার	-	রজত চক্রবর্তী
নেপাল ভট্টচার্য	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
তারিণী কবিরাজ	-	কমল দাস
হেকিম	-	সুধন ভট্টাচার্য
হেকিমের মুন্সী	-	অর্দ্ধেন্দু সরকার
হেকিমের চ্যালা	-	হরিমোহন কুন্ডু, মিলন চৌধুরী, শংকর মালি, প্রণয় মহন্ত
ড.বিপুলা	-	অনিমা ব্যানার্জী
পিসী	-	তনুশ্রী সরকার

নাটক-অর্থম অনর্থম্

কাহিনি	-	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
নাট্যরূপ	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৬.৮.১৯৯২
সঙ্গীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আবহ প্রক্ষেপণ	-	বিশ্বনাথ দত্ত
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
সহকারী	-	প্রণয় মহন্ত, বিকাশ সাহা, গোরা চক্রবর্তী, বাপী সমাজদার, বিশ্বনাথ দত্ত

আলো পরিকল্পনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আলোক সম্পাত	-	প্রশান্ত সরকার, চৈতন্য সরকার, বাপী সমাজদার
তৈজস পত্র	-	মিলন চৌধুরী
রূপসজ্জা	-	বিশ্বনাথ মহান্ত
মোট অভিনয় রজনী	-	১০

চরিত্র লিপি

করালী কিংকর	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
সুকুমার	-	গোরা চক্রবর্তী
ফণী ভূষণ	-	কমল দাস
মাখনলাল	-	হরিমোহন কুন্ডু
মতিলাল	-	রজত চক্রবর্তী
বিধুবাবু (পু. ইনস্পেকটর)	-	দিলীপ চৌধুরী
পুলিশ (২)	-	প্রণয় মহন্ত, বিকাশ সাহা
ব্যোমকেশ	-	গৌতম সেন
কল্যান	-	রাণা রায়
অজিত	-	সুব্রত দেব
সত্যবতী	-	অনুরাধা চক্রবর্তী
ঝাঁ	-	প্রণয় মহন্ত
সরকার	-	বিকাশ সাহা
ঠাকুর	-	সুদন ভট্টাচার্য

নাটক-বোধোদয়

নাটক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২২.৪.১৯৯৩
আবহ সঙ্গীত পরিকল্পনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
আবহ প্রক্ষেপণ	-	বিশ্বনাথ দত্ত
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	শুভ্রাংশু মৈত্র
সহকারী	-	প্রণয় মহন্ত, অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দত্ত
মেক আপ	-	কমল দাস
আলো পরিকল্পনা	-	প্রশান্ত সরকার
মোট অভিনয় রজনী	-	৬

চরিত্র লিপি

টুনী	-	অমৃতা সাহা
পাপু	-	ইন্দ্রানী দাস
পল্টু	-	কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
গুঞ্জন	-	অর্কশংকর বিশ্বাস
জগা	-	জগন্নাথ দত্ত
তমু	-	সায়ন্তন সেন
সেকস্পীয়র	-	বাদশা গুহ
মাইকেল	-	মাধুরী বরগাঁও
গিরীশ	-	শ্রীতমা রায়
স্বর্গের পুলিশ(২)	-	দেবপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, দেবারতি বসু

নাটক-উপলব্ধি

নাটক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৬.৮.১৯৯৫
সঙ্গীত পরিকল্পনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীতপ্রক্ষেপণ	-	কমল দাস
আবহ সঙ্গীত গ্রহণ	-	দি সাউনড (কমল রায়)
আবহ সঙ্গীত সৃষ্টি	-	বিবেক মন্ডল
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	গৌতম সেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
মঞ্চ রূপায়ণ	-	দুর্গা সাহা, প্রণয় মহন্ত, বিন্টু চৌধুরী, বিকাশ দাস
আলো	-	প্রশান্ত সরকার
সহযোগী	-	অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

চরিত্র লিপি

সুরেন	-	ভূদেব দত্ত
আলি	-	দুর্গা সাহা
নালু	-	দিলীপ চৌধুরী
নিমু	-	সুনীল মহান্ত
শিবু	-	মিলন চৌধুরী
নিমুর চ্যালা	-	বিকাশ দাস

বৃদ্ধলোক	-	চৈতন্য সরকার
তোতলা দুলাল	-	বাপী সমাজদার
দুলালের সঙ্গী	-	বিপ্লব সাহা
সুরেনের বউ	-	বন্দনা মজুমদার
মিতালী সেন (দিদিমিনি)	-	জয়তী মুখার্জী
গ্রামবাসীগণ	-	কমল দাস, বিকাশ সাহা, মানব গুহ রায়, লক্ষ্মী রায়, সৃজিতা গোস্বামী

নাটক-পণন

মূল কাহিনি	-	দুলেন্দ্র ভৌমিক এর ‘সওদা’
নাট্যরূপ	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	১৭/০৬/১৯৯৬
সঙ্গীত প্রক্ষেপণ	-	দিলীপ চৌধুরী
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	বিভূতিভূষণ সাহা (কালিয়াগঞ্জ), প্রশান্ত মহন্ত ও গৌতম সেন
মঞ্চ নির্মাণ	-	অনিরূদ্ধ চক্রবর্তী, বাপী সরকার, বিশ্বনাথ দত্ত, দীপঙ্কর চৌধুরী, বিকাশ দত্ত, চৈতন্য সরকার বিকাশ দাস (ছোট), মিলন চৌধুরী
উপকরণ সরবরাহ	-	সুনীল মহান্ত, দুর্গা দাস
অঙ্কন	-	পরেশ ঘোষ ও বিশ্বনাথ মহান্ত
মেকাপ	-	কমল দাস ও বিশ্বনাথ মহান্ত
আলো	-	প্রশান্ত সরকার
মোট অভিনয় রজনী	-	১০

চরিত্র লিপি

মি. হেমেন সান্যাল	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সনৎ দত্ত	-	অনিরূদ্ধ চক্রবর্তী
তরুণ বোস	-	চৈতন্য সরকার
বিমল	-	দীপঙ্কর চৌধুরী
প্রকাশ	-	সুনীল মহান্ত
বিজন জেঠু	-	স্বপন রায়
ইউনিয়ন কর্মী (বলাই)	-	দেবপ্রিয় সমাজদার

রামদীন	-	বিকাশ সাহা
আসরাফ	-	মানব গুহ রায়
নিরঞ্জন	-	মিলন চৌধুরী
কুঞ্জু হালদার	-	কমল দাস
রোগী (হাপানী)	-	ভূদেব দত্ত
লেডি ডাক্তার	-	তনুশ্রী সরকার
ডাক্তার	-	সুনীত ঘোষ
রোগীর আত্মীয়	-	স্বদেশ বোস
চোখের মেয়েটা	-	প্রসাদ কিঙ্কর ঘোষ
ছোট মেয়েটা	-	সৃজিতা গোস্বামী
নার্স	-	লক্ষ্মী রায়
দীপা	-	মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়
অঞ্জু	-	কেয়া সরকার
মা	-	রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়
সান্যালের স্ত্রী	-	জয়তী গোস্বামী
জয়	-	প্রণয় মহান্ত
বড় খোকা	-	বিকাশ দাস
বাবা	-	অর্ধেন্দু সরকার
রতন	-	সান্তনু গাঙ্গুলী
বিজয় দত্ত	-	নির্মলেন্দু তালুকদার

নাটক -অন্তর্ধান

নাটক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
নির্দেশক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিকল্পনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত প্রক্ষেপণ	-	কমল দাস
সময়	-	১০.০৪.১৯৯৭
আলোক সম্পাত	-	শ্রী প্রশান্ত সরকার
সহযোগী	-	অনিরূদ্ধ চক্রবর্তী
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	গৌতম সেন, প্রণয় মহন্ত, রিন্টু চৌধুরী, বিকাশ দত্ত
আবহ সঙ্গীত গ্রহণ	-	দি সাউন্ড (কমল রায়)
আবহ সঙ্গীত সৃষ্টি	-	বিবেক মন্ডল

রিক্যুইজিশন	-	মিলন চৌধুরী
মেক আপ ও পোষাক	-	কমল দাস
অন্তর্ধান	-	১৬ রজনী

চরিত্র লিপি

সারদাচরণ	-	চৈতন্য সরকার
তপন	-	সুনীল মহান্ত
দ্বিজপদ দত্ত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
প্রমথ	-	বিকাশ দাস(ছোট)
বেহারী	-	ভূদেব দত্ত
লোকটি	-	দিলীপ চৌধুরী
কানাই	-	দীপঙ্কর চৌধুরী (রিন্টু)
কামিনী	-	তনুশ্রী সরকার
বুড়ি	-	জয়তি মুখার্জী (গোস্বামী)
বিজন দাস	-	শান্তনু গাঙ্গুলী

নাটক-পত্রশুদ্ধি

নাটক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
পরিচালক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৬.৪.১৯৯৯
আবহ সঙ্গীতারোপ	-	বিবেক মন্ডল
আবহ প্রক্ষেপণ	-	দিলীপ চৌধুরী
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	বিকাশ দাস, দীপঙ্কর চৌধুরী
মঞ্চ নির্মাণ	-	দীপঙ্কর চৌধুরী, দুলাল সরকার, সুনীল মহান্ত, প্রসেনজিৎ ঘোষ, জয় ভট্টাচার্য, বিকাশ দাস
দৃশ্য অঙ্কন	-	বিকাশ দাস(চকভৃগু)
মেক আপ	-	কমল দাস, প্রণয় মহন্ত
আলো	-	দীপঙ্কর বসাক
মোট অভিনয় রজনী	-	৩৯

চরিত্র লিপি

বলাই	-	প্রসেনজিৎ ঘোষ
মনা	-	সুনীল মহান্ত
জগা	-	জগন্নাথ দত্ত
কেরু	-	হরিমোহন কুন্ডু
পানু	-	বিকাশ দাস (চকভৃগু)
মদনা	-	দীপঙ্কর চৌধুরী
ধনু	-	জয় ভট্টাচার্য
হালিম চাচা	-	দুলাল সরকার
সাবি	-	ইন্দ্রানী সাহা
ফতিমা	-	লক্ষ্মী রায়
কানন	-	শ্রাবণী গুহরায়
মধুদি	-	মমিতা দাস
সরলা	-	তনুশ্রী সরকার
বৃন্দা	-	কমল দাস
বুধা	-	তপন সরকার
কালী পাগলা	-	স্বপন রায়
আকালু	-	দুর্গা সাহা
আয়ান	-	হরিমোহন কুন্ডু

গ্রামের যাত্রাদলের ৫জন চরিত্র।

নাটক-যদি এমন হত

নাটক	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
নির্দেশনা	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সহ নির্দেশনা	-	দেবপ্রিয় সমাজদার
সংগীত	-	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৬.৮.২০০৭
মঞ্চ	-	পঙ্কজ শীল ও গোবিন্দ সরকার
মেক আপ	-	কমল দাস
আলো	-	দীপঙ্কর বসাক

চরিত্র লিপি

অমূল্য	-	সুশোভন শীল
বিশু	-	দীপ সাহা

নগেন	-	সায়ন্তন ঘোষ
শুক্রা	-	বিভাস সরকার
ঘোষক	-	শুভম সাহা
জগা মাষ্টার	-	কৌশিক সান্যাল
ছকু	-	দুর্জয় রতন রায়
দুখীরাম	-	বিশ্বায়ন চক্রবর্তী
হালিম শেখ	-	প্রিয়জিৎ সরকার
বুলা	-	প্রিয়ম অধিকারী
বন্ধু	-	সুমন সাহা
কোরাস	-	নয় জন

নাটক- সরল অঙ্ক

নাটক	-	মোহিত চট্টোপাধ্যায়
পরিচালক	-	হরিমাধক মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত	-	হরিমাধক মুখোপাধ্যায়
সময়	-	২৬.০৪.২০০৮
সঙ্গীত প্রক্ষেপণ	-	শান্তনু গাঙ্গুলী
কন্ঠসঙ্গীত	-	বিভাস রায়, পঞ্চমী ভাদুরী
মঞ্চ	-	গোবিন্দ সরকার, পঙ্কজ শীল, জগন্নাথ বিশ্বাস
মেক-আপ	-	কমল দাস
আলো	-	দীপঙ্কর বসাক
মোট অভিনয় রজনী	-	১১

চরিত্র লিপি

বৃদ্ধ	-	নির্মলেন্দু তালুকদার
বৃদ্ধা	-	রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়
পুলিশ ইন্সপেক্টর	-	শ্যামল চ্যাটার্জী
পুলিশের সহকারী	-	গোবিন্দ সরকার
প্রতিবেশী	-	জগন্নাথ বিশ্বাস
চোর	-	কমল দাস
চোরের ছেলে	-	পঙ্কজ শীল

<u>**তথ্যসূত্র:**</u>

১। সাক্ষাৎকার-নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়-২১.০৬.২০১৬
২। পূর্ববৎ।
৩। পূর্ববৎ।
৪। ‘দেশ’, ১৮ই কার্ত্তিক ১৩৭৯।
৫। ‘আজকাল’, ৫.১০.১৯৮২।
৬। ‘দেশ’, ১৮ই কার্ত্তিক ১৩৭৯।
৭। পূর্ববৎ।
৮। ‘বারমাস’- জুন-জুলাই ১৯৭৯, অমলেশ চক্রবর্তী।
৯। ‘পল্লবিত পঁচিশ বছর ত্রিতীর্থ’, ১৯৬৯-১৯৯৪, প্রকাশত ত্রিতীর্থ, (গ্যালিলেও/ একটি পুরোন কাসুন্দী-কমল দাস)।
১০। ‘গ্যালিলেও’র প্রচার পত্র, প্রাক্-কথন, ২১শে জুন-১৯৮১।
১১। সাক্ষাৎকার-নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ২১.০৬.২০১৬।
১২। ‘শিল্প ও সংস্কৃতি’, ৩০শে নভেম্বর রবিবার ১৯৮০।
১৩। ‘যুগান্তর’-৩.১১.১৯৮২।
১৪। ‘অন্যদিন’, পাক্ষিক পত্রিকা-৩১.০১.১৯৮১।
১৫। ‘Amrita Bazar Patrika’ -2.10.1982।
১৬। ‘Statesman’-24.9.1982।
১৭। ‘দেশ’-৫.১০.১৯৮২।
১৮। ‘স্পন্দন’-দশম সংখ্যা, বালুরঘাট-১৯৮০।
১৯। ‘বালুরঘাট বার্তা’-১১ই জুন ১৯৮০।
২০। পূর্ববৎ।
২১। ‘Amrita Bazar Patrika’-02.10.1982।
২২। ‘পল্লবিত পঁচিশ বছর ত্রিতীর্থ’ ১৯৬৯-১৯৯৪ (দেবাশিস দাশগুপ্ত, ‘আজকাল’-১৪.০৩.১৯৮৩।
২৩। ‘সপ্তাহ’-৯ই মার্চ ১৯৮৪, ধ্রুব দাস।
২৪। ‘Amrita Bazar Patrika’-10.03.1984।
২৫। ‘দেশ’-১১.০৮.১৯৮৪।
২৬। ‘যুগান্তর’-০৪.০৬.১৯৮৫।
২৭। ‘দেশ হিতৈষী’, সাংস্কৃতিক সংবাদ-৩১.১০.১৯৮৬।
২৮। ‘বর্তমান’-২৬.০২.১৯৮৭।
৩০। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’, ৩০.১০.১৯৯০, কল্যান কুমার চট্টোপাধ্যায়।
৩০। ‘যুগান্তর’, ১০ই ডিসেম্বর-১৯৯০।